পরলোক তত্ত্ব।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

নাগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪১ নং হ্যারিসন রোড, হইতে
শ্রীহৃষিকেশ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।
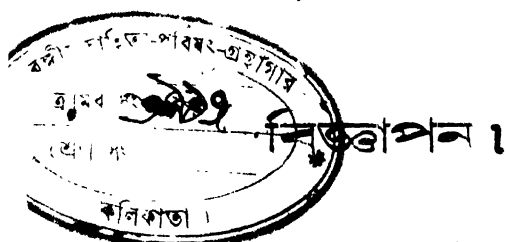
এই সংসারের যাবতীয় দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে অকাল মৃত্যুই প্রধান। মৃত্যুজনিত শোক এই পৃথিবীতে গৃহে গৃহে বর্ত্তমান থাকিয়া এই সংসারকে অশান্তি ও দুঃখপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি যুবা, কি বৃদ্ধ এই অশান্তি ও দুঃখ হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। আমি বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই এবং তদ্বিষয়ে নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করি। এই ক্ষুদ্র পুস্তক সেই আলোচনা ও অধ্যয়নের ফল। যদি কোনও পুরুষ বা নারী এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া মৃত্যুশোক হইতে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হন তাহা হইলে আমার এই যত্ন সফল মনে করিব। ইতি—

কলিকাতা।
১লা শ্রাবণ ১৩২১।

শ্রীমোহিনী মোহন বসু।

সূচীপত্র।

পরলোক তত্ত্ব।
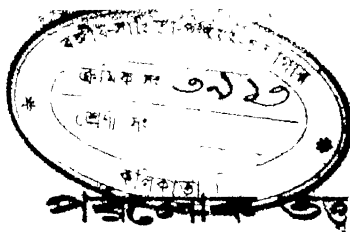
অধ্যাত্মবাদ ও তাহার ইতিহাস।

বলোনা কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন ;
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার
বলে জীব করোনা ক্রন্দন।

হেমচন্দ্র

"When mortals cry a man is dead,
Then angels sing a child is born."

অতি প্রাচীন কাল হইতে সুসভ্য ও অসভ্য সমস্ত জাতির মধ্যে আত্মার অমরত্বে ও পরলোকে বিশ্বাস অল্পাধিক পরিমাণে প্রচলিত আছে। প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন মিশর জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল। ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন চীন জাতির মধ্যে পূর্ব্বপুরুষদিগকে পূজা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহারা আপন আপন গৃহে আত্মার বিশ্রামার্থ চতুষ্কোণাকৃতি কাষ্ঠফলক রাখিত। কনফিউসিয়াস বলেন যে চীন বংশের রাজগণ প্রতিবৎসর কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের আত্মার আগমন প্রতীক্ষায় তাঁহাদের নির্ম্মিত অট্টালিকাদির জীর্ণ সংস্কার করিতেন এবং তাঁহাদের মূল্যবান পাত্র ও বস্ত্রাদি অর্পণ ও তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও পূজার জন্য নানাপ্রকার সামগ্রী প্রদান করিতেন। জাপান জাতির শিণ্টোধর্ম্ম কেবল পিতৃপুরুষদিগের পূজা। প্রাচীন রোমক ও গ্রীক জাতির মধ্যেও আত্মার অমরত্বে প্রবল বিশ্বাস ছিল।

প্রাচীন রোমকেরা মৃত ব্যক্তির ভস্ম আপন আপন গৃহে একটী পাত্রে রাখিয়া দিতেন। সক্রেটীশ ও প্লেটো প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতগণ আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে বিচার ও মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন সময়ে একজন গ্রীক আত্মার অমরত্বে এতদূর বিশ্বাসী ছিলেন যে এখনই পরলোকে যাইতেছি বলিয়া এক পর্ব্বত হইতে গুহার মধ্যে লম্ফ দিয়া পার্থিব জীবনত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে মৃত দেহের সহিত বস্ত্র ও আহার্য্য সামগ্রী দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের ও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস আছে। কিন্তু তাঁহারা অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকে বিশ্বাস করেন।

এ সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস দৃঢ়তর ও স্পষ্টতর ছিল। বেদ, উপনিষদ ও পুরাণাদি গ্রন্থে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় *।

* ঋক্‌বেদ ১০ম মণ্ডল ১৪ সূক্ত ৭।৮ শ্লোক ৺রমেশ চন্দ্র দত্তের অনুবাদ (মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া এই উক্তি)—আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথ দিয়া যেস্থানে গিয়াছেন, তুমিও সেই পথ দিয়া সেই স্থানে যাও। সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকদিগের সহিত মিলিত হও। যমের সহিত ও তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলের সহিত মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্তগৃহে প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর।

অথর্ব্ববেদ ১২।৩।১৭—হে প্রভু, আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাও, আমরা যেন পত্নী ও সন্তানদিগের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থিতি করি। (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়)

অথর্ব্ববেদ ৬।১২০।৩—যে স্বর্গে আমাদের বন্ধুগণ জরাজীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করতঃ বাস করিতেছেন তথায় যেন আমরা আমাদিগের পিতা মাতা ও সন্তানদিগকে দেখিতে পাই।

অথর্ব্ববেদ ৯।৫।২৭—এই স্থানে স্ত্রী স্বামীর সহিত মিলিত হইবে।

বেদের আর একস্থানে লিখিত আছে যে "এখানে (পরলোকে) মৃত্যু নাই, ধ্বংস নাই, ব্যাধি নাই, বিচ্ছেদ নাই।"

মহাভারতে লিখিত আছে যে রাজা নহুষ মৃত্যুর পর আত্মার মুক্তির জন্য পুত্র যযাতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কুলস্ত্রীগণ স্বামী পুত্রের শোকে অভিভূত হইলে বেদব্যাস যোগবলে পরলোকবাসী আত্মীয়দিগকে আনাইয়া সাক্ষাৎ করাইয়াছিলেন। আর স্বর্গারোহণ পর্ব্বে লিখিত আছে যে রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্গে ব্রাহ্মবপু সমন্বিত গোবিন্দকে ও জ্যোতির্ম্ময় দেহধারী কুরুপাণ্ডবদিগের বীরদিগকে দর্শন করিয়াছিলেন।

রামায়ণে লিখিত আছে যে রামচন্দ্রের পিতৃশ্রাদ্ধকালে রাজা দশরথ স্বর্গ হইতে আসিয়া আসিয়াছিলেন।

উপনিষদে আছে যে কোন এক ঋষি পরলোকবাসীদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন। (অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়)

মৃত্যুকে আমরা এখনও পরলোক গমন বলিয়া থাকি। অদ্যাপি হিন্দুগণ অন্নপ্রাশন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্যে পিতৃপুরুষদিগের পূজা করিয়া থাকেন। পরলোকে ও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস না থাকিলে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদির কোনই অর্থ থাকিত না। শ্রাদ্ধবিধিতে আমরা পিতৃপুরুষদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকি—"হে আকাশস্থ নিরালম্ব, বায়ুভূত নিরাশ্রয় পিতৃপুরুষগণ! আপনারা এই জলে স্নান ও এই দুগ্ধ পান করিয়া সুখী হউন।"* ভগবদ্গীতার লিখিত প্রসিদ্ধ বাণী প্রায় সকলেই অবগত আছেন। যথা—"অস্ত্র ইহাকে (জীবাত্মাকে) ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে সিক্ত করিতে পারে না, এবং বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না।" পুনশ্চ "মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে, এই দেহবাসী জীবাত্মা ও তদ্রূপ এই জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে।"† কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন শ্রাদ্ধতর্পণাদিপদ্ধতির প্রচলন থাকিলেও বৌদ্ধদিগের জন্মান্তর বাদ (১) হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া প্রাচীন বিশ্বাসকে মন্দীভূত ও তমসাচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন অধিকাংশ লোকের এই বিশ্বাস

---

* আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়।
ইদং নীরং ইদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব ॥

† নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

(১) পুরাণাদি অপ্রাচীন শাস্ত্রে লিখিত আছে, মনুষ্যাদি জীবগণ আপন আপন সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে যোনি ভ্রমণ অর্থাৎ নানাজন্তুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। বেদসংহিতায় তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই।—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।
হান্টার সাহেব বলেন যে—প্রাচীনবেদে জন্মান্তর বাদের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না।
Hunters Rural Bengal,

যে জীবন অনিত্য ও স্বপ্নবৎ, দারা পুত্র পরিবার কেহ কাহারও নয়, কেবল এই সংসারের বন্ধন মাত্র। ইহলোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, প্রীতি, মমতার পাত্র, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামী, স্ত্রী, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি সকলেই এই মোহময় জড় জগতের সম্পর্ক মাত্র, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের বিনাশ হইবে। এই বিশ্বাসে পৃথিবীকে সুখ শান্তি শূন্য ও দুঃখ যন্ত্রণা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আত্মীয় স্বজনের অকাল মৃত্যুতে সংসার ঘোরতর দুঃখ ও অশান্তি পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু পরলোক হইতে এক নূতন আলোক এই পৃথিবীতে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে আশা হয় কালে মৃত্যু জনিত শোক পৃথিবী হইতে দূরীভূত হইবে এবং পরলোকস্থ মুক্তাত্মগণ ইহ লোকের আত্মীয় স্বজনদিগের সহিত কথোপকথন করিয়াও সংবাদাদি প্রেরণ করিয়া এবং সুযোগ হইলে দর্শনাদি দিয়া পৃথিবীর শোক দুঃখ দূর করিবেন।

আমাদের দেশে পরলোক তত্ত্বে বিশ্বাসী ও অনুসন্ধিৎসু লোক অতি অল্পই আছেন। এজন্য ইহার আলোচনাও বিরল।* কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় এই তত্ত্বের বিশেষ আলোচনা ও গবেষণা হইয়াছে। প্রথমতঃ অনেকেই ইহাতে অনাস্থাবান ছিলেন এবং ইহাকে বিদ্রুপ ও উপহাসের বিষয় মনে করিতেন। কিন্তু এখন আর বিদ্রুপ ও উপহাস করিবার সময় নাই। সার উইলিয়ম ক্রুস, আলফ্রেড ওয়ালেস, সার অলিভার লজ, সিজর লম্বোজো, সিয়া পেরিলা প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মনীষিগণ বহুবিধ গবেষণা ও পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে মৃত্যুর পর মনুষ্যের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব বর্তমান থাকে। তাঁহারা প্রথমতঃ ঘোর প্রত্যক্ষবাদী ও পরলোক

* অমৃতবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বনামখ্যাত ৺শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় পরলোকতত্ত্বে ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হিন্দু স্পিরিচুয়েল ম্যাগাজিন নামক মাসিক আধ্যাত্মিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়া অধ্যাত্মবাদ এদেশে প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্র এই পত্রিকা চালাইতেছেন।

তত্ত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী ছিলেন। অনেক বৎসরের কঠোর পরীক্ষার পর তাঁহারা অধ্যাত্মবাদে নিঃসংশয়িতরূপে বিশ্বাসী হইলেন। এতদ্ব্যতীত Society for Psychical Research নামক আধ্যাত্মিক সমিতি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অতীত বিষয় আলোচনা ও অনু-সন্ধান করা এই সমিতির উদ্দেশ্য। দিব্য দৃষ্টি, দিব্য শ্রুতি, ভৌতিক দৃশ্য, মুক্তাত্মার ফটোগ্রাফ, অজ্ঞানাবস্থায় লিখন ও কথন, সম্মোহন (Hypnotism) প্রভৃতি বিষয় ইহার আলোচ্য। প্রফেসর ব্যারেট (Professor Barret), প্রফেসর মায়ার্স (Professor Myers), প্রফেসর সিজ্‌উইক (Professor Sidgewick) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ এই সমিতির সভ্য। ব্রিটীশরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী বালফোর সাহেব ইহার একজন সভাপতি ছিলেন। হিন্দু স্পিরিচুয়েল ম্যাগাজিন নামক আধ্যাত্মিক মাসিক পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, ৺শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় বলেন যে বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে দুই চারি জন ব্যতীত আর অধিকাংশই পরলোক তত্ত্বে বিশ্বাস করেন।* ইংলণ্ড, ফ্রান্স জর্ম্মনী, ইটালী ও আমেরিকার বহু খৃষ্টান ধর্ম্ম যাজক, ডাক্তার রাজ-নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ মনীষিগণ অধ্যাত্মবাদ অভ্রান্ত সত্য রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁরা পরলোকবাসীদিগের সহিত কথোপ-কথন ও তাঁহাদের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এবং কখন কখন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন যে মানুষ মৃত্যুর পর পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় না। আমাদের শরীর অনিত্য বটে কিন্তু আত্মা অমর। আমরা

* বৈজ্ঞানিক টিণ্ডেল (Tyndall), লিউইস (Lewes) ও হাক্সলী (Huxley) অধ্যাত্মবাদ বিশ্বাস করেন না। হাক্সলী বলেন যে এ বিষয়ে আমার অনুরাগ নাই; এতদপেক্ষা প্রয়োজনীয় তত্ত্বের অনুসন্ধানে আমি নিযুক্ত আছি। টিণ্ডেল ও লিউইস কোন অনুসন্ধান না করিয়া বলেন যে আধ্যাত্মিক অধিবেশনের দৃশ্যগুলি ভেল্কী মাত্র।

যেরূপ বেশ পরিবর্ত্তন করি মৃত্যুর পর জীবগণ এই জড় দেহ পরিত্যাগ করতঃ সূক্ষ্ম দেহ ধারণ পূর্ব্বক পরলোকে বাস করে।

আমরা এই জগতের যেদিকে দৃষ্টিপাত করি দেখিতে পাই যে পরিবর্ত্তন ইহার স্বাভাবিক নিয়ম। কোন বস্তুই এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। উদ্ভিদ রাজ্যে বৃক্ষসকল প্রতিবৎসর পুরাতন পত্ররূপ বেশ পরিবর্ত্তন করতঃ নূতন পত্র পল্লবও ফুল ফলে সুশোভিত হইয়া নূতন বেশ ধারণ করে। প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গ কীটদেহ পরিত্যাগ করতঃ নূতন রূপ ধারণ করে। মনুষ্য জাতির মধ্যে ও মৃত্যু পরিবর্ত্তনের সোপান স্বরূপ এই পরিবর্ত্তন ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন নহে; দেহের পরিবর্ত্তন মাত্র। সর্প যেরূপ খোলোস ত্যাগ করে, প্রজাপতি যেরূপ কীট দেহ পরিত্যাগ করে, মনুষ্য ও তদ্রূপ এই জড় দেহ পরিত্যাগ করতঃ নূতন সূক্ষ্ম দেহ ধারণ পূর্ব্বক ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়। মৃত্যু জীবনের শেষ নহে, নূতন ও উচ্চ জীবনের দ্বার স্বরূপ। এইমৃত্যু দ্বার দিয়াই মনুষ্য অমৃত ওস্বর্গীয় জীবনে প্রবেশ করে। অতএব মৃত্যুকে জীবনের শেষ না বলিয়া নূতন জীবনের আরম্ভ বা জন্ম কাল বলা যাইতে পারে। এই জড় জগৎ আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও মনোবৃত্তি সকলের সম্পূর্ণ বিকাশের উপযোগী নহে, একারণই মৃত্যুর প্রয়োজন। পরলোকে আমাদের সুষুপ্ত মনোবৃত্তি সকল সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইবার সুযোগ পায় ও আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর করে। এইরূপ ক্রম বিকাশ ও পরিবর্ত্তনই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম।

অধ্যাত্মবাদিগণ বিশিষ্ট প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে উল্লিখিত সূক্ষ্ম দেহ সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন ও জড় দেহের সম্পূর্ণ অনুরূপ এবং বায়ু হইতে সূক্ষ্মতর ইথর নামক পদার্থে গঠিতও জড় দেহের সহিত গ্রথিত। মৃত্যুর পর জড়শরীর হইতে ছিন্ন হইয়া এই সূক্ষ্ম শরীর বাহির হইয়া আত্মা ও মনোবৃত্তি সমূহ ইহলোকে যেরূপ পরলোকে ও তদ্রূপই থাকে; আকৃতি

প্রকৃতির ও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। এই সূক্ষ্ম শরীর জ্যোতির্ম্ময়, জীবনের কর্ম্মফলানুসারে ও পরলোকের উন্নতি অনুসারে এই জ্যোতির ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। পরলোক মনুষ্য চক্ষুর অতীত, সূক্ষ্মতর পদার্থে রচিত, স্তরে স্তরে গঠিত উদ্ধতন আকাশে অবস্থিত, জ্যোতির্ম্ময় স্থান।* সেখানে নগর, উপনগর, গ্রাম, বন, উপবন, রাস্তা, ঘাট, উদ্যান, প্রান্তর, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, প্রভৃতি সমস্তই আছে। তথায় রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, বিরহ, দুঃখ, ক্লেশ, দরিদ্রতা, অত্যাচার, উৎপীড়ন প্রভৃতি কিছুই নাই। ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, পার্থিব ক্ষমতা ও সমারোহ প্রভৃতি যতই বেশী হউক না কেন তাহার কোনই আদর নাই; রাজা ও প্রজা ধনী ও দরিদ্র, ছোটলোক, ও বড়লোক, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল বলিয়া কোন শ্রেণী বিভাগ বা জাতি বিভাগ নাই; সকলেই সমান। এখানে চরিত্র বলই প্রধান বল এবং সৎকার্য্য, সচ্চিন্তা, সত্যনিষ্ঠা, সাধুতাও পরহিত পরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণই প্রধান সম্পদ্। এই সকলের অধিকার বা অনধিকার ভেদে আত্মার ঊর্দ্ধগতি বা অধোগতি হইয়া থাকে। ইহজীবনের কর্ম্মানুসারে দরিদ্র প্রজা ও রাজার, দরিদ্র ও ধনীর এবং ছোটলোক ও বড়লোকের উপরের স্তরে স্থান পাইয়া থাকেন। এখানে আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ও জীবিকা উপার্জ্জনের কোনই প্রয়োজন নাই। এস্থান আনন্দ, শান্তি ও প্রেমে পরিপূর্ণ। সকলেই সৎকার্য্য সদনুষ্ঠানও পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়া এবং নিজের ও পরস্পরের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিয়া ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতন স্তরে গমন করতঃ দেবত্ব পদ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু ইহলোকে যাহারা পাপকার্য্যে ও নিকৃষ্ট কার্য্যে জীবন যাপন করেন

---

* দিব্যলোকও দেবলোক স্বর্গের অন্য নাম। দিব ধাতুর অর্থ উজ্জ্বল হওয়া (to shine) এই স্থান দ্যুতিমান বলিয়া ইহার নাম দিব্যলোক বা দেবলোক এবং এখানকার অধিবাসিগণ জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া তাঁহাদের নাম দেব বা দেবতা।

পরলোকেও তাহারা অসৎ সংসর্গ ও অন্যের অনিষ্ট সাধনে নিযুক্ত থাকে এবং দীর্ঘকাল নিজ নিজ দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। সদাশয় পরোপকারী মুক্তাত্মাগণ ইহাদিগের সংস্কারের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট আছেন এবং অনেক সময় ও চেষ্টার পর কৃতকার্য্য হন। পরিণামে তাহাদের ও মুক্তিও ক্রমোন্নতি ঘটে। মুক্তাত্মাগণ কখন কখন কোন কোন অনুকূল অবস্থায় আপনাদের আত্মীয় স্বজন এমনকি অপরিচিত মনুষ্যকে ও প্রয়োজন অনুসারে জড়দেহ ধারণ পূর্ব্বক দর্শন দান করিতে পারেন। তাহাদের ছায়ামূর্ত্তি (ফটোগ্রাফ) বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ফটোগ্রাফ যন্ত্রযোগে তুলিয়া আপন আপন পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আব ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে পরলোকবাসিগণ ইহলোক বাসীদিগের সহিত কথোপকথন ও সংবাদ প্রেরণের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল আছেন; আধ্যাত্মিক নিয়মেব অনুকূল অবস্থা পাইলেই তাঁহারা পৃথিবীর লোকদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে পারেন। কোন কোন লোকের শরীরে এই অনুকূল শক্তি বা অবস্থা বিদ্যমান আছে। আবার কাহারও কাহারও দিব্যদৃষ্টি শক্তি ও দিব্য শ্রবণশক্তি আছে, তাঁহারা সূক্ষ্মশরীরী মুক্তাত্মাদিগকে দর্শন ও তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিতে পারেন। ইংরাজীতে ইহাদিগকে clairvoyant ও clairaudient বলে। মুক্তাত্মাগণ ইহাদিগের সংস্পর্শেও সাহায্যে ইহলোকবাসী মনুষ্যের সহিত আলাপাদি করিতে পারেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের দেশে ইহা ভূতাবেশ বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এক সময়ে ইউরোপে ও এইরূপ লোকদিগকে ঘৃণা করা হইত। যে সকল স্ত্রীলোকে এইরূপ শক্তি-প্রকাশ পাইত (কারণ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই এই শক্তির আধিক্য দৃষ্ট হয়,) তাহাদিগকে ডাকিনী বলিয়া ডাকিত, এবং তাহাদিগকে নানারূপে লাঞ্ছিত, রাজদ্বারে দণ্ডিত ও সময় সময় অগ্নিতে দগ্ধ করা হইত। ইংলণ্ড ও ইউরোপের

অন্যান্য দেশের ইতিহাসে ইহার সহস্র সহস্র নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যেরূপে অধ্যাত্মবাদ আমেরিকাও ইউরোপে প্রথম প্রচারিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে আমেরিকার অন্তঃর্গত যুক্তরাজ্যের নিউ ইয়র্ক প্রদেশের নিউয়ার্ক নগরের সন্নিকটে হাইড়স্‌ভিল নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়। ঐ গ্রামে জন ফক্স নামক এক কৃষিজীবী ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী ও মারগেরীটা ও কেট নাম্নী দুই কন্যা সহ বাস করিতেন। তাঁহারা অল্পদিন হইল হাইড়স্‌ভিল গ্রামে আসিয়াছেন। কিছুদিন পরেই কন্যা দুইটী কখনও বা গৃহের ছাদে, কখন ও গৃহের মধ্যে, কখনও প্রাচীরে টক্ টক্, ধপ্ ধপ্ শব্দও কখনও বা গৃহের মধ্যে কোন লোকের পাদচারণ শব্দ শুনিতে লাগিল। তাহারা ভীত হইয়া পিতা মাতার নিকট ইহা বলিলে তাঁহারা ইন্দুর বা বাতাসের শব্দ বলিয়া সমস্ত কথা হাঁসিয়া উড়াইয়া দিতেন। ক্রমে উপদ্রব বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং কেটের উপরই উপদ্রব একটু বেশী হইয়া উঠিল। কখন ও বা বরফের ন্যায় শীতল একখানা হাত কেটের মুখে লাগিত, কখন তাহার গায়ের কম্বল ও বিছানায় চাদর কেহ যেন টানিয়া লইতেছে বোধ হইত। ক্রমে উপদ্রব এতবৃদ্ধি হইল যে সমস্ত পরিবার ভীত ও শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। কখন কখন সমস্ত গৃহ কাঁপিয়া উঠিত এবং গৃহের চেয়ার টেবিল প্রভৃতি স্থানান্তরিত ও উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইত। রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। অবশেষে ৩১শে মার্চ তারিখে আবার যখন ঐরূপ টক্‌টক্ শব্দ হইতে লাগিল তখন কেট একটু আমোদ করিয়া আপনার হাতে অঙ্গুলীর তুড়ীদিয়া বলিল "হে ভগ্নপদ বৃদ্ধ আমার ন্যায় শব্দ করত।" প্রত্যুত্তরে তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ শব্দ হইল। কেট আর এক প্রকার শব্দ করিল। প্রত্যুত্তরেও ঠিক সেইরূপ শব্দ হইল।

কেট তাহার মাতাকে এই সকল কথা বলিল। তাহার মাতা শব্দকারীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "দশটী শব্দ করত" অমনি দশটী শব্দ হইল। আবার মারগেরিটা ও কেটের বয়স কত জিজ্ঞাসা করিলে ক্রমে ১২টা ও ৯ টী শব্দ হইল। ক্রমে প্রতিবেশীগণ একত্র হইল এবং নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া শব্দ সঙ্কেতে তাহার উত্তর পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তৎপরে ডাক্তার ডিউসলার নামক একজন বিজ্ঞ প্রতিবেশী ইংরেজী অক্ষরের সংখ্যানুসারে শব্দ দ্বারা অক্ষর যোজনা করিয়া শব্দকারীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শোচনীয় সংবাদ জানিতে পারিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে জনবেল নামক এক কর্ম্মকার ও তাহার স্ত্রী এই গৃহে বাস করিত। একদিন চার্লস্ রজমা নামক এক ফিরিওয়ালা নগদ ১০০ ডলার (প্রায় ১০০০৲ টাকা) ও কতকগুলি মূল্যবান্ বস্ত্রাদি লইয়া সেই গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিল এবং টাকা গুলি বেলের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করতঃ রাত্রির আহারান্তে এক পৃথক গৃহে শয়ন করিল। বেল টাকার লোভে সেই রাত্রিতেই তাহাকে হত্যা করিয়া মৃত দেহ গৃহের তলদেশে প্রোথিত করিয়া রাখিল। তদবধি রজমার আত্মা এই গৃহেই বাস করিতেছে। কিছুকাল পরে আরও দুইজন প্রসিদ্ধ লোকের আত্মা রজমার সঙ্গী হইয়া প্রকাশ করিলেন যে মহাত্মা ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি বহুসংখ্যক মুক্তাত্মাগণের আদেশ ক্রমে পরলোকের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্য রজমা এই গৃহে নানারূপ উপদ্রব করিয়া আসিতেছে। তদবধি অধ্যাত্ম তত্ত্ব প্রচারিত হইয়া ধর্ম্ম জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহার ২০ বৎসর মধ্যেই আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অধ্যাত্মবাদ অনেক শিক্ষিত লোকের নিকট অভ্রান্ত সত্যরূপে প্রচারিত হইল। ক্রমে ইহা ইউরোপে প্রচারিত হইল। অধুনা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, রুশিয়া, ইটালী প্রভৃতি দেশে

অনেক বৈজ্ঞানিক ও বিখ্যাত বড় লোক এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হইয়াছেন এবং আপন আপন পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার অনুরূপ সত্য ঘটনা এতদ্দেশে অনেকবার ঘটিয়াছে এবং অদ্যাপিও স্থানে স্থানে ঘটিয়া থাকে কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানের অভাবে এই সকল ঘটনা ভৌতিক কার্য্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। তত্ত্বান্বেষী হইলে এই সকল ঘটনা হইতে পরলোক সম্বন্ধীয় অনেক সংবাদ জানা যাইতে পারে।

ভৌতিক দৃশ্য ও ভৌতিক বিশ্বাস।

—:০:—

All houses wherein men have lived and died
Are haunted houses. Through the open doors
The harmless phantoms on their errands glide,
With feet that make no sound upon the floors.—

LONGFELLOW.

Millions of spiritual beings walk the earth,
Both when we wake and when we sleep—

MILTON.

অতি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ভৌতিক দৃশ্য ও ভৌতিক বিশ্বাসের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়েও প্রায় প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে কোননা কোন বৃক্ষ বা গৃহ বা স্থান ভূতের আবাস স্থান বলিয়া কথিত হয়। প্রাচীন চরিতাখ্যায়ক প্লটার্ক স্বরচিত পুস্তকের নানা স্থানে ভৌতিক দৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন যে প্রসিদ্ধ মারথন যুদ্ধের সময় গ্রীক সৈন্যগণ মহাবীর থিসিউসকে গ্রীকদিকের পক্ষে এবং পারসিকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছিলেন। আবার মার্কাস ব্রুটাশের জীবন চরিতে লিখিয়াছেন যে ফিলিপাইযুদ্ধের কয়েকদিন পূর্ব্বে কোন গম্ভীর রাত্রিতে যখন তিনি শিবির মধ্যে পুস্তক পাঠে নিমগ্ন ছিলেন সেই সময়ে এক ভয়ঙ্কর ভৌতিক মূর্ত্তি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"তুমি কে, মানুষ না দেবতা?" ভৌতিক মূর্ত্তি উত্তর করিল "আমি তোমার অপদেবতা, ফিলিপাই ক্ষেত্রে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। এই বলিয়া উক্ত মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। ব্রুটাশ প্রহরী দিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহারা কোন ব্যক্তিকে শিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে কি না। তদুত্তরে তাহারা বলিল হে তাহারা কাহাকেও শিবিরে প্রবেশ করিতে দেখে নাই অথবা কাহারও কথা শুনে নাই। সেক্সপিয়র লিখিত হ্যামলেট ও জুলিয়াস সিজর নাটকেও প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক বুলোয়ার লিটন ও সার ওয়াল্টার স্কট প্রভৃতির পুস্তকে ভৌতিক দৃশ্যও ঘটনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সাহিত্যবিৎ পণ্ডিত ডাক্তার জনসন বলিয়াছেন যে "যখন সভ্য অসভ্য সমস্ত জাতির মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে ভৌতিক বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে তখন আমি ইহাতে অবিশ্বাস করিতে পারিনা। মানব জাতি যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সর্ব্বত্র এমন কি যে সকল জাতি অন্য জাতির সংস্রবে কখনও আসে নাই অথবা তাহাদের কথা কখনও শুনে নাই তাহাদের মধ্যে ও এই বিশ্বাস প্রচলিত দেখা যায়। ইহাতে সত্য না থাকিলে ইহা কখনও সর্ব্বত্র প্রচলিত থাকিত না।"* ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি মিল্টন বলিয়াছেন যে আমাদের জাগ্রত ও সুষুপ্ত উভয় অবস্থায় অসংখ্য আত্মা পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে।

মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজক এবং বাইবেলের টীকাকার ডাক্তার এডামক্লার্ক তৎকৃত টীকার একস্থানে লিখিয়াছেন যে "আমি অদৃশ্য অধ্যাত্ম জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। এখানে উত্তম ও অধম মানবাত্মাগণ চৈতন্যাবস্থায় বাস করে এবং মানবাত্মা ব্যতীত অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর ও নানাবিধ আত্মা বাস করে। এই সকল আত্মা ঈশ্বরের আদেশ মত এই পৃথিবীর লোকের সংস্রবে আসিতেও তাহাদিগকে দর্শন দিতে পারে।"

* Rasselas

ইউরোপীয় দিগের দ্বারা আমেরিকা অধিকারের অনেক পূর্ব্বে আমেরিকার অধিবাসিগণ বলিতেন যে ঈশ্বরের দূতগণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ দিগের মধ্যে বন্ধুভাবে বিচরণ করিতেন। মেক্সিকো দেশের প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচলিত ছিল যে পূর্ব্বে দেশ হইতে জাহাজে চড়িয়া লোক আসিয়া তাহাদের দেশ অধিকার করিবে। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণ এখনও রাত্রিকালে ভূতের ভয়ে বাহিরে যাইতে স্বীকৃত হয় না। অদ্যাপি ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম স্থিত ব্রিটেনার অধিবাসিগণ বিশ্বাস করে যে মৃত ব্যক্তিগণ তাহাদের সমস্ত পার্থিব কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন। মাতৃগণ ক্রন্দনশীল সন্তানদিগকে সান্ত্বনা করিয়া থাকেন। তাহারা বৎসরের মধ্যে দুইবার মৃতব্যক্তিদিগের উদ্দেশে প্রার্থনা করে এবং কোন কোন উৎসবে প্রত্যেক গৃহে তাহাদের জন্য খাদ্য রাখিয়া দেয়। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ এই বিশ্বাস দূর করার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই।

বর্ত্তমান সময়ে আধ্যাত্মিক চক্রে যে সকল অলৌকিক দৃশ্য ও কার্য্য লক্ষিত হয়, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ বাইবেলেও তাহার বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টের শিষ্যদের কার্য্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে একদা শিষ্যগণ একস্থানে একমনে বসিয়াছিলেন এমন সময়ে হঠাৎ গৃহ প্রবল ঝটিকার শব্দের ন্যায় শব্দে পরিপূর্ণ হইল এবং কতকগুলি অগ্নি শিখা তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইল এবং তাহাদের এক একটী তাহাদের প্রত্যেকের মাথার উপর বসিল। শিষ্যগণ পবিত্র আত্মার আবেশে পূর্ণ হইয়া নানা ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন। ডানিয়েল নামক পর্ব্বে লিখিত আছে যে রাজা বেলসেজার একদা নানাবিধ আমোদে মত্ত ছিলেন এমন সময়ে সকলে দেখিতে পাইল যে একটী মনুষ্য হস্ত সম্মুখস্থ প্রাচীরের গাত্রে কয়েকটী কথা লিখিল। "পরে

অনুসন্ধানে তাহার এই অর্থ প্রকাশ পাইল যে "তোমাকে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া তোমার অসারত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে; তোমার রাজত্ব কাল পূর্ণ হইয়াছে মিডিয় ও পারসিকেরা তোমার রাজ্য অধিকার করিবে।"

যিশুখৃষ্ট মৃত্যুর পর শিষ্যদিগকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছিলেন বলিয়া বাইবেল গ্রন্থে বর্ণিত আছে। বাইবেলের যে অংশ সুসমাচার নামে খ্যাত অর্থাৎ যাহাতে যিশু খৃষ্টের জীবন চরিত ও উপদেশ আছে তাহার মূল শিক্ষা ও উপদেশ আত্মার অমরত্ব ও পরলোকের অস্তিত্ব-প্রচার করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার মৃত্যু ও পুনরুত্থান এই শিক্ষা দেয় যে মৃত্যুই জীবনের শেষ নহে, মৃত্যুভয় বৃথা, মৃত্যুর পর মনুষ্যের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে, মৃতের উত্থান হয়, এবং মৃতব্যক্তি স্বর্গে অনন্ত জীবন লাভ করতঃ এই পৃথিবীতে আসিয়া আত্মীয় বন্ধুদিগকে দর্শন দিতে পারে, ইহাই সুসমাচার এবং বাইবেল ধর্ম্মের মূল বিশ্বাস। বাইবেলের একস্থানে লিখিত আছে যে "যদি মৃতের উত্থান না হয় তাহা হইলে যিশুখৃষ্টের ও উত্থান হয় নাই, আর যদি যিশুখৃষ্টেরই উত্থান না হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসই বৃথা। *

মহাত্মা রাম মোহন রায় ইংলণ্ডে অবস্থান কালে জন ফষ্টার নামক একজন বিখ্যাত ইংরেজকে বলিয়াছিলেন "আমি যিশুখৃষ্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি এবং তাহা হইতে মৃত্যুর পর আমার নিজের উত্থান আশা করি।"

* If the dead rise not, then is not Christ raised; and if Christ be not raised, your faith is vain.

1. Corinthian, Chap XV. 16 & 17.

মহাত্মা চৈতন্তের শিষ্যগণ তাঁহার জীবন চরিতে লিখিয়াছেন যে স্থূলবস্তুর ভিতর দিয়া তাঁহার শরীর যাতায়াত করিতে পারিত। তিনি যে গৃহে বাস করিতেন তাহা প্রাচীর বেষ্টিত ছিল; রাত্রিতে শয়ন করিলে তাহা বাহির হইতে বন্ধ করা হইত এবং একজন শিষ্য তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিত। একদা এই শিষ্য হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গের পর দেখিলেন যে চৈতন্য গৃহে নাই অথচ গৃহ পূর্ব্ববৎ বন্ধই আছে। অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল যে তিনি অচেতন অবস্থায় এক মাঠে শয়ান আছেন এবং তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইয়াছে।
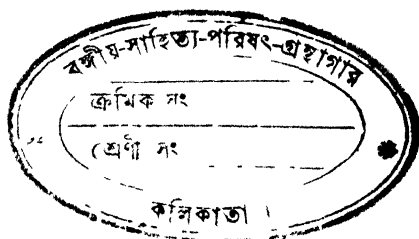
জুলিয়ার পত্র ও অধ্যাত্মবাদের প্রমাণ।

——:o:——

There is no Death, what seems so is transition ;
This life of mortal breath
Is but a suburb of the life elysian
Whose portal we call death—LONGFELLOW.

Death is not the absolute ending of life but a liberation from the obstacles to a complete life—Kant.

Conscious immortality is man's destiny—TENNYSON.

শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ষ্টেড সাহেবের নাম অবগত আছেন। তিনি বিলাতের রিভিউ অফ রিভিউ নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের সম্পাদক, দুর্ব্বলের সহায়, অন্যায়ের ঘোর বিদ্বেষী ও ভারতবাসীর পরমবন্ধু ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে টাইটানিক নামক জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবদ্দশায় তাঁহার এক অদ্ভুত শক্তি ছিল। তাঁহার হাত নিশ্চেষ্টভাবে ছাড়িয়া দিলেই তাহা দ্বারা আপনাআপনি লিখা হইত। তাঁহার সম্পূর্ণ-জ্ঞান থাকিলেও উক্ত হস্তের উপর তাঁহার নিজের কোন শক্তি থাকিত না এবং যাহা লিখা হইত তাহাতে তাঁহার নিজের মনোগত ভাব ব্যক্ত হইত না। তদ্বিষয়ে তিনি চিন্তাও করিতেন না, উহা সম্পূর্ণ অন্যলোকের লিখা। কখন কখন লিখিত বিষয় তাঁহার সম্পূর্ণ অজানিত ও মত বিরুদ্ধ হইত।

প্রায় ২৪।২৫ বৎসর গত হইল জুলিয়া এমিস ও এলেন নাম্নী দুই আমেরিকার মহিলা পরস্পর প্রগাঢ় বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধা ছিলেন। তাঁহারা

উভয়েই খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন এবং খৃষ্ট ধর্ম্মে তাঁহাদের গভীর বিশ্বাস ছিল। উভয়েই পরোপকার ও সদনুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এজন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয় স্থানেই সবিশেষ পরিচিতা ছিলেন। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ প্রতিশ্রুতা হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার অগ্রে মৃত্যু হইবে তিনি অন্যকে মৃত্যুর পরে দর্শন দিয়া নিজের অস্তিত্বের পরিচয় দিবেন। এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাশ্চাত্য দেশীয় লোক-দিগের মধ্যে প্রায়শঃ শুনা যায়। জুলিয়া এমিস সিকগো নগরের ইউনিয়ান সিগনাল নামক, সাময়িক পত্রের সম্পাদিকাভুক্তা ছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে জুলিয়ার মুক্তাত্মা একদা রাত্রিকালে এলেনের শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এলেন নিদ্রিতা ছিলেন হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে শয়ন কক্ষ আলোকময় এবং জুলিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান, তাঁহার শরীরও বেশ জ্যোতির্ম্ময় ও মুখ আনন্দে উৎফুল্ল। এলেন হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন, কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে জুলিয়ার মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। ইহার কিছুদিন পরে ষ্টেড্ সাহেবও এলেন কোনও গ্রামে এক বাটীতে বাস করিতে-ছিলেন। জুলিয়া ও এলেন উভয়েই তাঁহার পরিচিতা ছিলেন। একদা এলেন ষ্টেড সাহেবকে বলিলেন যে জুলিয়া পুনরায় রাত্রিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন। প্রথমবারে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যু-জনিত শোকেও কষ্টে তাহার ভ্রম জন্মিয়াছে। কিন্তু এবার আর ভ্রম হয় নাই, স্পষ্টই তাঁহাকে দেখিয়াছেন। ষ্টেড সাহেব তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত শক্তির কথা তাঁহাকে জানাইয়া কহিলেন যে "জুলিয়া যদি ইচ্ছা করেন, আমার হস্তদ্বারা তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন।" তদবধি জুলিয়া ষ্টেড সাহেবের জাগ্রতাবস্থায় অথচ তাঁহার নিজের শক্তির প্রয়োগ ব্যতীত তাঁহার হস্তে কতকগুলি পত্র এলেন কে লিখিয়াছেন।

তাহার কতকগুলি পত্র "জুলিয়ার পত্র" * নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জুলিয়া ষ্টেড সাহেবের ও অনেক প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সমস্ত পত্র ও অধ্যাত্মবাদ যে ভ্রান্তিমূলক নহে তৎসম্বন্ধে ষ্টেড সাহেবের অভিজ্ঞতা ও অভিমত নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—

(১) জুলিয়া মৃত্যু সময়ে এলেনকে যে স্নেহ পূর্ণ নামে ডাকিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ। এলেন ইহা জানিতেন কিন্তু আমি জানিতাম না।

(২) ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের কোন ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, যাহা এলেন ও ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং আমি ইহার কিছুই জানিতাম না।

(৩) আমার হস্তে তাঁহার স্বদেশীয় বন্ধুদিগের নামোল্লেখ, ইহারা আমরা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

(৪) এই সকল পত্রে জুলিয়ার লিখার ধরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আমার লিখার ধরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

(৫) জুলিয়ার সম্পূর্ণ অপরিচিত দিব্যদৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন লোকেরা দেখিয়াছেন যে আমার হাত যখন লিখিতেছে, তখন কোন স্ত্রীলোক আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। তাঁহারা জুলিয়ার আকৃতির অবিকল বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহার সম্পূর্ণ নামও জন্মস্থানের নাম বলিতে পারিয়াছেন!

(৬) কোন কোন অপরিচিত দিব্যদৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি কতকগুলি ফটোগ্রাফের মধ্যে জুলিয়ার ফটোগ্রাফ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে "ইনিই আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আমার হস্ত দ্বারা লিখিতেছেন।"

* নূতন সংস্করণে পুস্তকের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন ইহার নাম After death (মৃত্যুর পর।)

(৭) কখন কখন জুলিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

(৮) কোন মহিলা আমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে আমার অগ্রে তাঁহার মৃত্যু হইলে মৃত্যুর পর ৪টী বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবেন :—

(ক) আমার হস্তদ্বারা লিখিবেন।—বস্তুতঃ তিনি অনেকবার আমার হস্তে লিখিয়াছেন।

(খ) একজন বা দুইজন বন্ধুকে দর্শন দিবেন।—বস্তুতঃ তিনি একবার কোন ভোজে উপস্থিত হন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু ব্যতীত কেহ তাঁহাকে দেখিতে পান না। আর একবার দিনের বেলায় এক রাস্তায় কিছুদূর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া অবশেষে অদৃশ্য হইয়াছিলেন।

(গ) প্রতিকৃতি তোলাইবার জন্য উপস্থিত হইবেন—অনেকবার তাঁহার প্রতিকৃতি তোলা হইয়াছে।

(ঘ) কোন মাধ্যমিক দ্বারা আমার নিকট সংবাদ পাঠাইবেন এবং নিদর্শন স্বরূপ একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যভাগ ক্রুশ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিবেন। অনেক দিন পরে ইহাও কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে এই মাধ্যমিক আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা ছিলেন।

(৯) একবার বুয়ার যুদ্ধের সময় এক মাধ্যমিকের সহিত এক আধ্যাত্মিক সমিতিতে বসিয়াছিলাম। এই মাধ্যমিক মুক্তাত্মাগণের ফটোগ্রাফ তুলিতেন এবং দিব্যদৃষ্টিও দিব্যশ্রুতি শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। বসিবার কিছুক্ষণ পরেই তিনি বলিলেন যে "কয়েকদিন হইল এক ভীষণ মুর্ত্তি বুয়ার বন্দুক হস্তে আমার ফটোগ্রাফের ঘরে আসিয়াছিলেন, আমি ভীত হইয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলাম। সে চলিয়া গেল। কিন্তু অদ্য সে আবার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এবার তাহার হাতে বন্দুক নাই,

এবং মূর্ত্তিও তত ভীষণ নহে।" আমি তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিতে ও তাহার ফটোগ্রাফ তুলিতে অনুরোধ করিলাম। ফটোগ্রাফার মনে মনে নাম জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল যে ইহার নাম পিটবোথা। আমি লুইবোথা, ফিলিপ বোথা প্রভৃতি কয়েকজনকে জানিতাম কিন্তু পিটবোথা নাম কখনও শুনি নাই। অবশেষে তাহার ফটোগ্রাফ তোলা হইলে দেখিলাম যে আমার পশ্চাতে এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। কিছুদিন পরে জেনারেল বোথা ইংলণ্ডে আসিলে জানিলাম যে পিটবোথা একজন বুয়ার সেনানায়ক ছিলেন এবং কিম্বালী'র যুদ্ধে হত হন। উল্লিখিত ফটোগ্রাফ তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি। জেনারেল বোথার এক সঙ্গী প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, যে পিটবোথা তাহারই নিকট আত্মীয় ছিলেন এবং তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি কেবল অরেঞ্জ রাজ্যে তাঁহার বাটীর প্রাচীরে লম্বমান আছে।

(১০) গত ১৫ বৎসর যাবৎ আমি নানাবিধ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী ছিলাম এবং মৃত্যুর পর মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমান থকে এবং তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয় সম্ভব পর, বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু আমার নিজ পরিবারের মধ্যে কাহারও মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত এবং তাহার নিকট হইতে কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার মত সাধারণের নিকট প্রচার করি নাই। এক বৎসর হইল আমার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রের ৩৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তাহাকে আমার কার্য্যের ভার লইবার উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলাম, কিন্তু এই এক বৎসর যাবৎ প্রতি সপ্তাহেই তাহার সংবাদ পাইয়া সান্ত্বনা পাইতেছি ও সুখী আছি। তাহার সংবাদ আমি নিজ হস্তে লই নাই। অন্য মাধ্যমিক দ্বারা লইয়াছি। এতৎসম্বন্ধে লিখিত বিষয় আমার পুত্রের চিন্তার সম্পূর্ণ অনুরূপ। এখন আমার নিকট পরলোকের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ-রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে আর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে মানবশরীরের কোন কোন অনুকূল অবস্থায় মুক্তাত্মাগণ ইহলোকবাসীদিগের সংস্রবে আসিয়া, তাহাদিগের সহিত কথোপকথন, পরলোকের সংবাদ প্রেরণও অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। কোন কোন স্ত্রীলোকের শরীরে এই অনুকূল অবস্থা অধিকতর বিদ্যমান দেখা যায়। ইহাদিগকে মাধ্যমিক বলে। মুক্তাত্মাগণ আধ্যাত্মিক অধিবেশনে এই সকল মাধ্যামিকদের সাহায্যে আপন আপন পরিচয় প্রদান করিতে এবং পরলোকের সংবাদ জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হন। ইউসোপিয়া পালাডিনো নামক এক ইটালীয় রমণী বর্ত্তমান সময়ে এক প্রধান মাধ্যমিক বলিয়া খ্যাত। এই রমণী শৈশবাবস্থায় পিতৃ মাতৃহীন হন এবং অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া অবশেষে নানা গৃহে পরিচারিকার কার্য্য করেন। কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল ও কোপন স্বভাব হেতু কোন স্থানেই বেশী দিন থাকিতে পারেন নাই। একদা কোন গৃহে এইরূপ পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন এমন সময়ে সেই গৃহে এক আধ্যাত্মিক অধিবেশনে লোকের প্রয়োজন হওয়ায় ইউসোপিয়াকে বসিতে হয়। কিন্তু বসিবার কিছুক্ষণ পরেই তাহার অর্দ্ধ অচৈতন্যাবস্থায় নানারূপ অদ্ভুৎ ঘটনা সংঘটিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ টেবিলের কিয়দংশ উত্থিত হয় তৎপরে সমস্ত টেবিল, গৃহের পুস্তকাদি ও মদ্যপাত্র ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া গৃহের অভ্যন্তরে চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ শূন্যের উপর ঘুরিতে থাকে। তাহার এই শক্তি দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হন। গৃহস্বামী ইউসোপিয়াকে এক মঠে সন্ন্যাসিনী করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু এইদিন হইতে তাহার জীবনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। ক্রমে তাহার এই অলৌকিক শক্তি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল; এবং ইউরোপও আমেরিকার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহাকে পরীক্ষার জন্য ইউরোপও আমেরিকার নানাস্থানে লইয়া গেলেন।

তাঁহারা নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে অনেক অলৌকিক ঘটনা বর্ত্তমান বিজ্ঞান বুদ্ধির অতীত। *

মধ্য আমেরিকার অন্তর্গত কষ্টারিকা সাধারণ তন্ত্রের রাজধানী সান-জস নগরে সিনর বি করোলিস নামক কোন ভদ্রলোকের অফিলিয়া করেলিস নামক এক কুমারী কন্যা আছে। অল্পদিন হইল তাহার অত্যাশ্চর্য্য ও অদ্ভুৎ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। এক দিবস তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের সহিত একটী টেবিল লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে তাহার এই আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ পায়। তাহার পিতা একজন ঘোরতর জড়বাদী ছিলেন কিন্তু কন্যার অদ্ভুৎ ক্ষমতা দর্শনে তিনি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে অসম্ভব ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ও সম্ভব পর। তাঁহার ক্ষমতা এতই অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক যে কপাট ও গবাক্ষ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে তাহাকে লইয়া পরস্পর হস্ত বদ্ধ হইয়া টেবিলের চতুর্দ্দিকে বসিলে, গৃহের বাহির হইতে পুস্তক, পুষ্প, টেবিল চেয়ার প্রভৃতি বস্তু প্রাচীরও ছাদের মধ্য দিয়া কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে গৃহাভ্যন্তরে আনীত হয়। কখন কখন অফিলিঁয়া টেবিল হইতে কিছুদূরে দণ্ডায়মান থাকেন এবং টেবিলের উপরে স্থাপিত কাগজে আপনাআপনি ইংরেজী, ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষায় নানা কথা লিখিত হয়। তিনি স্পেনীয় ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা জানেন না।

---

* Hindu spiritual magazine.

ডাক্তার হজসনের নিকট একবার ইহার কোন ঘটনায় প্রবঞ্চনা প্রকাশ হওয়ায় কিছুদিনের জন্য ইহার প্রতিপত্তির হ্রাস হয়। কিন্তু অধিকাংশ ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিকেরই আস্থা থাকায় তাহাকে লইয়া পুনরায় পরীক্ষা করা হয়। কয়েকজন ইন্দ্রজাল বিদ্যা বিশারদ লোক ইহাতে নিযুক্ত হয়। তাঁহারা নানারূপ পরীক্ষার পর তাহার প্রদর্শিত ঘটনাবলী সত্য বলিয়া প্রকাশ করেন।—Psychical Research and man's survival after death by Hira Lal Haldar M. A. P. H. D.

টেবিলের নিকটে বসিলে তাঁহার হাতে তাঁহার অজ্ঞাত নানা ভাষায় সংবাদ লিখিত হয়। ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে তিনি প্রধান প্রধান লোকের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিতে পারেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই বৈঠকের যে কোন ব্যক্তিকে (চিত্র বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও) চিত্র করিবার শক্তি প্রদান করিতে পারেন। কখন কখন সম্পূর্ণ দিবালোকে অদৃশ্য লোকের কথাও গান শুনিতে পাওয়া যায়। অর্গলবদ্ধ গৃহাভ্যন্তর হইতে কুমারী করেলিস স্বেচ্ছাক্রমে প্রাচীরের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে পারেন, এবং তাহার ভ্রাতাও ভগ্নীদিগকেও লইয়া যাইতে পারেন। মুক্তাত্মাগণ জড় দেহ ধারণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ জীবিতাবস্থার ন্যায় বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে, গান করিতেও কথোপকথন করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের নাড়ীর স্পন্দন ও হৃৎপিণ্ডের শব্দ পর্য্যন্ত অনুভূত হয়। এই সকল মুক্তাত্মাগণের ফটোগ্রাফ মূর্ত্তি তোলা হইয়াছে এবং ষ্টেড্ সাহেব বলেন যে তাহাদিগের কতক মূর্ত্তি তাঁহার নিকট ছিল। এতদপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কুমারী করেলিস কখন কখন গৃহের বাহিরে থাকেন এবং গৃহের ভিতরে তাহার সম্পূর্ণ দ্বিতীয় শরীর দৃষ্ট হয়। গৃহের বাহির হইতে প্রকৃত করেলিস দ্বারে আঘাত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু অর্গলবদ্ধ থাকায় প্রবেশ করিতে পারেন না। কিন্তু তাহার দ্বিতীয় শরীর গৃহের ভিতরে বাদ্য বাজান, গান করেন এবং অঙ্গুরী, রুমাল ও পকেট ঘড়ী ইত্যাদি লইয়া অদৃশ্য হন। দ্বার খোলা হইলে প্রকৃত করেলিস ঐ সকল দ্রব্য সহ গৃহ প্রবেশ করেন। এই সকল কথা আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ষ্টেড সাহেব বলেন যে যাঁহারা স্বচক্ষে এই সকল অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।*

* Hindu spiritual Magazine.

প্রায় ৩০ বৎসর গত হইল পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী কতক পরিমাণে এইরূপ মাধ্যমিক শক্তি সম্পন্না ছিলেন। কখন কখন তাঁহার এইরূপ আবেশ হইলে হাতে একটী পেনসিল দিলেই তিনি লিখিতেন। একদা শাস্ত্রী মহাশয়ের সাক্ষাতে এইরূপ আবেশ হওয়ায় তিনি একটা পেনসিল তাঁহার হস্তে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে ?" অমনি দ্রুতবেগে লিখা হইল "হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়"। শাস্ত্রী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কি কোন সংবাদপত্রের সহিত সংস্রব ছিল"। উত্তরে লিখিত হইল "হাঁ, আমার প্রিয় পেট্রিয়ট"। পুনরায় প্রশ্ন হইল "তবেত আপনি ইংরেজীতে উত্তর দিতে পারেন"। প্রত্যুত্তরে লিখিত হইল "হবে না, তবে ইংরেজীতে প্রশ্ন করিতে পারেন, উত্তর বাঙ্গলাতে হইবে"। তদনুসারে শাস্ত্রী মহাশয় অপেক্ষাকৃত কঠিন ভাষায় ইংরেজীতে অনেক জটিল বিষয়ের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, উত্তর খুব সরল বাঙ্গলাতে হইতে লাগিল। নগেন্দ্র বাবুর স্ত্রী অতি সামান্য ইংরেজী জানিতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহার সাধ্যাতীত ছিল। নগেন্দ্র বাবু ও নব্যভারত পত্রে এই ঘটনায় উল্লেখ করিয়াছিলেন।

অনেকদিন গত হইল কলিকাতায় হোসেন খাঁ নামক একব্যক্তি পশ্চিম দেশ হইতে আগমন করেন। লোকে তাহার আশ্চর্য্য কার্য্য-কলাপ দেখিয়া বলিত যে তাহার ভুত সাধনা ছিল। তাহার অলৌকিক কার্য্যাদি অনেকেই সেই সময়ে দেখিয়াছেন। যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে একদা তিনি কয়েকজন বন্ধুকে বারাক-পুরের কোন গৃহে তাহাদের বিশেষ অনুরোধে উইলসনের হোটেলের খাদ্য অতি অল্প সময় মধ্যে আনাইয়া টেবিল সজ্জিত করিয়া খাওইয়া-ছিলেন। খাদ্য গুলি হইতে বাষ্প উঠিতেছিল এবং পাত্র গুলিতে

"উইলসন হোটেল" নাম খোদিত ছিল। আর একবার কয়েকজন বন্ধুর সহিত গাড়ীতে যাইতে যাইতে তাঁহার গাড়ীর মধ্যে কোথা হইতে অসংখ্য সুগন্ধি পুষ্প পড়িতে থাকে। কোন্নগর নিবাসী একজন ডাক্তারের নিকট শুনিয়াছিলাম যে একবার দিল্লীতে হোসেন খাঁকে একটী মদ্যের বোতলের জন্য বিশেষ অনুরোধ করায়, শূন্য হইতে হঠাৎ একটী বোতল তাঁহার হাতে পড়িল। এই বোতলটী ডাক্তার বাবু অনেকদিন পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন। হোসেন খাঁর চরিত্র দোষে কিছুদিন পরে এই অসাধারণ ক্ষমতা লোপ পায় এবং কোন ঘৃণিত অপরাধে তাহার জেল হওয়ায় কাশীর জেলে তাহার মৃত্যু হয়।

ডাক্তার পিবল্‌স্ নামক আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও গ্রন্থকর্ত্তা অধ্যাত্মবাদে ঘোর বিশ্বাসী। তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৯২ বৎসর। তিনি বলেন যে "আমি স্পিরিট মেট্‌স্ (Spirit mates) নামক বৃহৎ গ্রন্থে পৃথিবীর প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও মস্তিষ্কবান লোকের নামোল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারা অনেক বৎসর গভীর গবেষণার পর অধ্যাত্মবাদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। আমি স্বয়ং স্বদেশে ও বিদেশে ৬০ ও ততোধিকবর্ষের আলোচনা ও অনুসন্ধানের পর নিঃসন্দেহ চিত্তে বলিতেছি যে আমি শত শত মাধ্যমিকের দ্বারা এবং আমার নিজের মাধ্যমিক শক্তি দ্বারা বিশেষরূপে জানিয়াছি যে মৃত্যুর পর মনুষ্যদিগের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারা আমাদিগকে জীবিত সময়ের ন্যায় জানেন এবং স্নেহ করেন। আমরা মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের সহিত দিব্যলোকে সাক্ষাৎ করিতে পারিব এবং তাঁহাদিগের সহিত এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতঃ অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব"। অল্পদিন হইল ডাক্তার পিবল্‌সের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই বিয়োগ অল্পকালের জন্য, মৃত্যুর পরই তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন।

লণ্ডন নগরের ক্রিশ্চান এজ (Christian age) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ও ধর্ম্মযাজক জন লব (John Lobb) সাহেব একজন ঘোর অধ্যাত্মবাদী। তিনি স্বপ্রণীত (Talks with the dead) নামক পুস্তকে জেসি ফ্রান্সীস সেপার্ড (Jesse Francis shepard) নামক বর্ত্তমান সময়ের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক মাধ্যামিকের উল্লেখ করিয়াছেন। এই মাধ্যামিক নিজের অসাধারণ শক্তিবলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশের গীত বাদ্য এবং পণ্ডিতদিগকেও অনেক রাজ পরিবারকে চমৎকৃত ও মোহিত করিয়াছেন। লব সাহেব এই মাধ্যমিকের সহিত চারিবার আধ্যাত্মিক অধিবেশনে বসিয়াছেন এবং মাধ্যমিকের ভিন্ন দেশীয় কলাবিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তদ্দারা পিয়েনো যন্ত্রযোগে বাদিতও গীত, ইটালী, পারস্য, আরব, ভারতবর্ষ, আসিরীয়া প্রভৃতি নানা দেশের বাদ্যও ইউরোপের প্রধান প্রধান গায়কদিগের গান শ্রবণ করিয়াছেন। তখন তাঁহার বোধ হইত যেন ৮০।৯০ জন সুনিপুণ গায়কও বাদকের সমবেত গীত বাদ্য চলিতেছে এবং দেবতারা যেন দেবলোকে মনোহর গীত বাদ্য সহকারে কোন বৃহৎ আনন্দময় ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন।

লণ্ডন নগরবাসী এণ্ড্রু গ্লেণ্ডিনিং (Andrew glendining) নামক একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাত্মবাদী কিছুদিন হইল ঢাকার রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—যে সম্প্রতি এক আধ্যাত্মিক অধিবেশনে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার মুক্তাত্মা ও অন্যান্য মুক্তাত্মা উপস্থিত হন। কোন কোন মুক্তাত্মা অদৃশ্য ভাবে পিয়ানো যন্ত্র বাজাইতে থাকেন এবং তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা জড়দেহ ধারণ করতঃ তথায় উপস্থিত হইয়া পুষ্প পাত্র হইতে পুষ্প গ্রহণ করিয়া উপস্থিত ব্যক্তি দিগের প্রত্যেককে এক একটী প্রদান করেন।

সম্প্রতি লণ্ডন নগরে পরলোক বাসিনী জুলিয়ার নেতৃত্বে ও ষ্টেড্ সাহেবের জীবদ্দশায় তাঁহার পরিচালনে জুলিয়ার বুরো (Julius Bureau) নামক এক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে; তাহাতে সমিতির নিয়মানুসারে প্রার্থনা করিলে পরলোকস্থিত আত্মীয় বন্ধু দিগের নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিছুদিন হইল পরলোকগত সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক প্রসিদ্ধ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র, কেন্দ্রাপাড়ার উকিল, শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পিতার সংবাদ ও ফটোগ্রাফের জন্য জুলিয়ার সমিতিতে প্রার্থনা করেন। তিনি সমিতির ইচ্ছানুসারে তাঁহার পিতার নাম, জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ, বয়স, আকৃতি, ব্যবসা, মৃত্যুর কারণ প্রভৃতি বিবরণ একখানি কাগজে লিখিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দেন এবং কেবল নামের মোহর ও দুই খণ্ড কাগজে লিখিত হস্তাক্ষর সমিতির নিকট পাঠাইয়া দেন। ফটোগ্রাফারের আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় তিনি ফটোগ্রাফ পাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার পিতার বয়স, আকৃতি, ব্যবসা, মৃত্যুর কারণ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের যথাযথ বিবরণ সমিতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এই সকল সংবাদ যে তাঁহার পিতার নিকট হইতেই আসিয়াছে তাহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই। যাঁহারা ইহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চান, তাঁহারা ১৯১০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের Hindu spiritual magazine ও ১৩১৭ সনের আশ্বিন মাসের নব্যভারতের ভৌতিক তত্ত্ব নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

কিছু দিন হইল (১৯০৯ খৃঃ আঃ) ৺ শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্রের ২৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। শিশির বাবু আমেরিকার সিকগো নগরের কোন বন্ধুর নিকট লিখিয়া পাঠান যে তিনি সেই নগরের প্রসিদ্ধ মাধ্যমিকা ব্যাঙ্ক ভগ্নীদ্বয়ের দ্বারা তাঁহার পুত্রের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইতে পারেন কি না। তদনুসারে

সেই বন্ধু আর একদন বন্ধুকে লইয়া একখণ্ড ক্যানভাস (প্রতিমূর্ত্তি তোলার কাপড়) সহ উক্ত পুত্রের একখানা ফটোগ্রাফ পকেটে লইয়া দিবা ১১॥ টার সময় উক্ত ভগ্নীদ্বয়ের নিকট গমন করেন। ভগ্নীদ্বয়ের একজন এই ক্যানভাসের নিকট দাঁড়াইবা মাত্র এক অদৃশ্য হস্ত উহার উপর একটী প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে থাকে এবং ২০ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়। এই প্রতিকৃতি উক্ত ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে দেখা গেল যে ইহাব আকৃতি ও বর্ণ তাঁহার পুত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

আগ্রা নগরীর কোন ডাক্তারের কিছু দিন হইল স্ত্রী বিয়োগ হয়। তিনি অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী হইলেও প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে শোকাতুর হইয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য বিশেষ ব্যগ্র থাকায় এক দিবস হঠাৎ তাঁহার স্ত্রী তাঁহাব সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "এই দেখ আমি পৃথিবীতে যেরূপ ছিলাম এখন ও সেইরূপই আছি এবং তোমাকে ইহা জানাইবার জন্যই তোমাব নিকট আসিয়াছি। অতএব আব শোক ও বিলাপ করিওনা। ইহাতে আমাকে অশান্তি ও কষ্টদেয়।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিতা হইলেন।*

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ৺ নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন হইল নব্যভারত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে কয়েক মাস হইতে তাঁহার পরলোকবাসীদিগের সহিত কথোপকথন ও আলাপ পরিচয় করিবাব শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি পরলোকবাসীদিগকে দেখিতে পান এবং তাঁহাদের কথা শুনিতে পান। তদনুসারে তাহাকে অবলম্বন করিয়া পরলোকগত রাজা রামমোহন রায়, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি শ্রুতলিপি লেখার মত সেই প্রবন্ধগুলি

* **Hindu spiritial Magazin.**

লিখিয়াছেন। তাহার কয়েকটী প্রবন্ধ নব্য-ভারত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার নিজের ও সহধর্ম্মিণীর জীবনে যে সকল অধ্যাত্ম তত্ত্বের প্রমাণ ও অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা গত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের (১৩১৮) নব্য ভারত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যেরূপ ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ লোক, তাঁহার কথায় অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারেনা। তিনি যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী একজন মিডিয়াম ও দিব্য দৃষ্টিসম্পন্না ছিলেন। তিনি ইংরেজী জানিতেন না অথচ ইংরেজী কথা ও ইংরেজী ভাষায় প্রশ্নের উত্তর লিখিতে পারিতেন, ইহার একটী দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবুর কৃষ্ণনগর অবস্থান কালে কোন মিডিয়াম দ্বারা এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছিল যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন জীবিত থাকিতে ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ দুইদলে বিভক্ত হইয়া একটী নূতন সমাজ সংস্থাপিত হইবে এবং নগেন্দ্র বাবু নূতন সমাজের প্রচারক ও আচার্য্য হইবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দুইভাগে বিভক্ত হইবার ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছিল। একবার এক অধ্যাত্ম চক্রে এক মিডিয়াম পারসী ভাষায় কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও চক্রস্থ সকলে সেই পারসী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। নগেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর দিব্য দৃষ্টি শক্তিছিল তদ্বারা তিনি লুক্কায়িত অজ্ঞাত পদার্থের কথা বলিয়া দিতে পারিতেন, নগেন্দ্র বাবু ইহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছেন। দেহ হইতে আত্মার বাহির হওয়াও পুনর্ব্বার দেহে প্রবেশ করা সম্বন্ধে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার এক আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এই :—দেহ হইতে বাহির হইবার একটী উপায় তাঁহার গুরু তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। হাজারিবাগ থাকার সময়ে তাহা পরীক্ষা করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়। গুরুর

উপদেশানুযায়ী কার্য্য করার ২।৩ মিনিট পরেই তিনি দেখিতে পাইলেন যে তিনি শরীর হইতে বাহিরে আসিয়াছেন এবং উর্দ্ধদেশে চলিয়া যাইতেছেন। চলিতে চলিতে এক ক্রমনিম্নস্থানে একটী গলির ভিতরে প্রবেশ করিয়া এক বাটীর মধ্যে প্রাঙ্গনে শূন্যের উপর দণ্ডায়মান হইলেন। সেই প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে একটী স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান ছিলেন। স্ত্রীলোকটী তাহাকে দেখিয়া ভীতা হইল। এমন সময়ে কে তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল এবং তিনি দেখিতে পাইলেন যে তিনি হাজারিবাগে তাঁহার ঘরে নিজের দেহের মধ্যে। ইহার ১৫ দিন পরে কলিকাতা ফিরিবার সময় পরেশনাথ পর্ব্বত দেখিবার জন্য যখন তথায় গেলেন তখন সেইস্থানে সেই বাটী ও সেই স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন।

কিছুদিন হইল বগুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র সেন বি, এল্ বগুড়াস্থ দুইজন প্রসিদ্ধ উকীল* ও আমার নিকট বলিয়া ছিলেন যে তাঁহার ভ্রাতৃবধু একজন অসাধারণ মিডিয়াম ও দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যশ্রুতি শক্তি সম্পন্না অর্থাৎ তিনি পরলোকবাসীদিগকে দেখিতে পান ও তাঁহাদের কথা শুনিতে পান। একদা তিনি কোন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইলে পরলোকবাসিনী কোন আত্মীয়ার নিকট ঔষধ ও উপদেশ পাইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি আত্মাদিগকে তিনি প্রায়ই দেখিতে পান। সতীশ বাবুর বি, এল্ পরীক্ষা দেওয়ার পর তিনি নিশ্চয় পাশ হইবেন এবং কোন্ বিষয়ে কত নম্বর পাইবেন তাঁহার ভ্রাতৃবধু পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় পাশ হওয়ার সংবাদ বাহির হইলে সতীশবাবু নম্বর আনাইয়া জানিয়াছিলেন যে তাঁহার ভ্রাতৃবধুর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হইয়াছিল।

* শ্রীযুক্ত রায় রজনীকান্ত মজুমদার বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র বর্দ্ধন্ বি, এল্।

বৈজ্ঞানিক প্রমাণ।

(বৈজ্ঞানিক পুস্তক হইতে সংগৃহীত কয়েকটী দৃষ্টান্ত ও কয়েকটী প্রসিদ্ধ আত্মার উক্তি।)

There are more things in heaven and earth than Philosophy dreams of—SHAKESPEARE.

They that with smiles lit up the hall,
And cheered with song the hearth—
Alas for love ! If *thou* wert all
And naught beyond, O Earth !

FELICIA HEMANS.

থেলিয়াম নামক মৌলিক পদার্থের আবিষ্কারক ও ব্রিটিশ রয়েল সোসাইটীর সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা যে যে দৃশ্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :— *

(১) তিনি পরীক্ষার জন্য তামার তারের দ্বারা দুইমুখ খোলা রাখিয়া ঢোলের ন্যায় একটী খাঁচা প্রস্তুত করতঃ তাহার মধ্যে একটী একর্ডিয়ন নামক বাদ্য যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং খাঁচাটী টেবিলের নীচে এরূপ ভাবে রাখিলেন যেন খাঁচার উপরি ভাগ টেবিলের তলদেশে এবং নিম্নভাগ মেজের উপর সংলগ্ন থাকে এবং কেহ যেন তাহার হাত বা পা খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে না পারে। টেবিলের

* Researches in the Phenomena of spiritualism.

চতুর্দ্দিকে বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু মিডিয়াম খাঁচা স্পর্শ করা মাত্র তন্মধ্যস্থ বাদ্যযন্ত্র বাজিতে লাগিল এবং পর্য্যায়ক্রমে স্ফীত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তৎপরে তামার তারের সহিত তাড়িত যন্ত্র যোগ করিয়া দেওয়া হইল। তখন ও বাদ্য যন্ত্র বাজিতে লাগিল। ইহার পর মিডিয়াম খাঁচা হইতে হাত উঠাইয়া টেবিলের উপরে রাখিলেন। কিন্তু বাদ্য যন্ত্র পূর্ব্ববৎই বাজিতে লাগিল। মিডিয়াম কোনরূপ হস্তপদ সঞ্চালন করিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখার জন্য প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার এলফ্রেড ওয়ালেস টেবিলের নীচে বসিয়াছিলেন।

(২) মিডিয়ামের সংস্পর্শে অথবা তাহা হইতে দূরে ভারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু সকলের গৃহ মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চালন।

(২) নানা প্রকার শব্দ শ্রবণ। এই সকল শব্দ যে কোন বুদ্ধিযুক্ত চেতন পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

(৩) একই বস্তুর ওজনের ন্যূনাধিক্য হওয়া।

(৪) অন্যের সংস্পর্শ ব্যতীত গৃহস্থিত টেবিল চেয়ার প্রভৃতির ঊর্দ্ধে উত্থান।

(৫) চেয়ার সহ লোকের শূন্যে উত্থান।

(৬) এক বা ততোধিক উজ্জ্বল আলো গৃহমধ্যে উদিত হইয়া টেবিল হইতে ছাদ পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা গেল এবং গৃহের চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল ও তদ্দ্বারা অক্ষর যোগে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর হইতে লাগিল।

(৭) একটী ক্ষুদ্র হস্ত টেবিল হইতে উত্থিত হইয়া একটী পুষ্প তাঁহার (ক্রুক্সের) হস্তে দিয়াছিল। আর একটী শিশুর হস্ত ও বাহু তাঁহার গায়ের কাপড় ধরিয়া টানিয়াছিল। একবার একটী অঙ্গুলী ও বৃদ্ধাঙ্গুলী চক্রের কোন ব্যক্তির বোতামের ঘরের একটী পুষ্পের পাঁপড়ী

গুলি একটী একটী করিয়া ছিঁড়িয়া বাহির করিয়াছিল। আর একবার একখানি হস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়াছিল। একদা ক্রুকস সাহেব এইরূপ একখানা হস্ত দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু উহা ক্রমে অদৃশ্য ও বিলীন হইয়া গেল।

(৮) শূন্য হইতে একটী উজ্জ্বল হস্ত নামিয়া আসিয়া ক্রুকসের হস্ত হইতে একটী পেনসিল লইয়া টেবিলস্থিত একখানা কাগজে কিছু লিখিয়া অন্তর্হিত হইল।

(৯) একবার একটী মূর্ত্তি গৃহের কোণ হইতে আভিভূ'ত হইয়া একটী বাদ্যযন্ত্র লইয়া বাজাইতে বাজাইতে গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল এবং তৎপরে অন্তর্হিত হইল।

(১০) একবার কোন চক্রে ক্রুক্স্ সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে মোর্স প্রণালীতে তারের সংবাদের ন্যায় সংবাদ দিতে হইবে। তদনুসারে দ্রুতবেগে মোর্স প্রণালীতে সংবাদ প্রদত্ত হইল। কিন্তু ক্রুক্স্ ব্যতীত চক্রের আর কেহই মোর্স প্রণালী জানিত না। আর একবার এক চক্রে একটী স্ত্রীলোক প্ল্যানসেট যন্ত্রযোগে আপনা আপনি লিখিতেছিলেন। ক্রুক্স্ সাহেব একখানা খবরের কাগজের একটী শব্দ অঙ্গুলী দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়া সেই শব্দটী লিখিতে অনুরোধ করিলেন। তৎক্ষণাৎ শব্দটী লিখিত হইল।

(১১) স্থূল বস্তুর ভিতর দিয়া অন্য বস্তুর যাতায়াত—একবার কোন চক্রে একটী ক্ষুদ্র ঘণ্টা গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে বাজিতে লাগিল, এবং কখনও প্রাচীরের গাত্রে, কখনও মেজের উপর, কখনও বা ক্রুক্সের মস্তকোপরি যাইয়া অবশেষে টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে সেই ঘণ্টা তাঁহার অর্গলবদ্ধ পুস্তকালয়ে কোন পুস্তকের উপরে স্থাপিত ছিল, তথায় সে ঘণ্টা নাই। আর একবার একটী উজ্জ্বল আলো গৃহ মধ্যে আবিভূ'ত হইয়া একটী পুষ্প স্তবকের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল এবং স্তবক হইতে একটী পত্র আস্তে

আস্তে আপনা আপনি উঠিয়া টেবিলের কাষ্ঠের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্তর্হিত হইল। কিছুক্ষণ পরে একখানি হস্ত টেবিলের মধ্য হইতে সেই পত্র লইয়া উঠিল এবং কয়েকবার তাঁহার স্ত্রীর স্কন্ধ-দেশে আস্তে আস্তে আঘাত করিয়া পত্রটী গৃহতলে ফেলিয়া অদৃশ্য হইল। বলা বাহুল্য যে টেবিলে কোন ছিদ্র বা ফাঁক ছিল না।

(১২) মিসকুক নামক মাধ্যামিক দ্বারা ক্রুকস্ সাহেব যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন তন্মধ্যে কেটিকিং নামক স্ত্রী আত্মার আবির্ভাব সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক। এই কেটিকিং নামক আত্মা জড়দেহে চক্রে উপস্থিত হইয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন এবং চক্রস্থ লোক দিগের সহিত প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়া আপনার গত জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিতেন। গত জীবনের দুঃখ পূর্ণ ঘটনা সকল বর্ণন করিতে করিতে কখনও তাঁহার মুখমণ্ডল মলিন হইত, আবার যখন ক্রুকসের সন্তানদিগকে তাঁহার চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া তাহাদিগকে তাঁহার ভারতবর্ষীয় জীবনের মনোহর গল্প শুনাইতেন তখন তাঁহার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইত। তিনি কখন ও আবির্ভূতা, কখনও অন্তর্হিতা হইতেন। ক্রুকেস্ সাহেব তাঁহার মস্তকের এক গুচ্ছ চুল কাটিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাহার নাড়ীর স্পন্দনও ফুস্‌ফুসের শব্দ পরীক্ষা ও গণনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কতকগুলি ফটোগ্রাফ তুলিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে সাইকিকেল রিসার্চ্চ সোসাইটী নামে এক আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান সমিতি স্থাপিত হয়। যে সকল বিষয় বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অতীত তাহার আলোচনা ও অনুসন্ধান করা এই সমিতির উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী বালফোর (Balfour), প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সারউইলিয়ম ক্রুকশ, প্রফেসর জেমস, প্রফেসর বালফোর ষ্টুয়ার্ট, ফ্রেডরিক মায়ার্স, সার অলিভর লজ, প্রফেসর হেনরী শিজউইক, প্রফেসর বেরেট, প্রফেসর রিকেট

প্রভৃতি মনীষিগণ এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রমাণ সম্বন্ধে এই সমিতির নিয়মাবলী এত কঠোর যে বিখ্যাত টাইম্‌স্ পত্রিকা বলিয়াছেন যে হত্যাপরাধের প্রয়োজনীয় প্রমাণ অপেক্ষা এই সমিতির আলোচ্য প্রমাণ পাঁচ গুণ কঠোর। এরূপ কঠোর নিয়মের জন্য ষ্টেড সাহেব ও প্রাণী ও উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডারউইনের সমকক্ষ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার রসেল ওয়ালেস ইহার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ডাক্তাব ওয়ালেস বলেন যে যদি প্রত্যেক বিষয়ে এরূপ অসম্ভব ও কঠোর প্রমাণের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণই সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইতে পারে না। এতাদৃশ কঠোর প্রমাণ সহকারে যে যে ঘটনা সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং উক্ত সমিতির গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এজন্য এই সকল গ্রন্থ হইতে ও প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ হইতে কয়েকটী ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মৌ নগরে জেমস্ লয়েড নামে এক সৈনিক পুরুষ ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার পিতা ইংলণ্ডে ছিলেন। তিনি ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাত্রিকালে যখন নিদ্রিত ছিলেন হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার পিতা শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। নয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে ইংলণ্ডে যেরূপ দেখিয়াছিলেন অবিকল তদ্রূপ দেখিতে পাইলেন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন—"জেমস্, বিদায় হই, আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।" এই সময়ে জেমসের স্বাস্থ্য ভাল ছিল এবং পিতার বিষয় তিনি চিন্তাও করেন নাই। *

* S. P. R Vol X. P. 216.—Psychical Research and man's survival of Death by Dr. Hira Lal Haldar.

ইংলণ্ডের অন্তর্গত ইসেক্স্ প্রদেশে গিফোর্ড নামক স্থানের মেথিউক্রফ্ট নামক একজন ধর্ম্মযাজক লিখিয়াছেন।—১৮৮১ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে রাত্রিকালে আমার স্ত্রীর সহিত চা পান করিতে করিতে গল্প করিতে ছিলাম এমন সময়ে আমার পশ্চাদ্ভাগে এক জানালায় আঘাতের শব্দ শুনিতে পাইলাম। মুখ ফিরাইয়া আমার পিতামহীকে দেখিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলাম "এইত আমার পিতামহী।" তৎকালে আমার পিতামহী দূরবর্ত্তী ইয়র্ক সায়ারে বাস করিতেছিলেন। আমি পিতামহী আসিয়াছেন ও আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন মনে কবিয়া দ্বারের নিকট যাইয়া চতুর্দ্দিক দেখিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পরবর্ত্তী শনিবাব সংবাদ পাইলাম যে জানালায় শব্দ হওয়াব অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ইয়র্ক সায়ারে ৮৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার কোন পীড়ায় সংবাদ ও আমি জানিতাম না। *

* S. P, R. P' 225—Psychical Research and man s Survival of Death by Dr. Hira Lal Haldar.

উপরে উল্লিখিত ঘটনার অনুরূপ আমার জানিত দুইটী ঘটনা নিম্নে বিবৃত হইল :—

(১) অনেকদিন হইল বগুড়া নগরে অনেক বিশ্বস্ত লোকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে একদা কোন ভদ্রলোক বগুড়াস্থ কোন বাটীতে অনেক শ্রোতা ও বন্ধুবান্ধব সহ গান বাদ্যে মত্ত ছিলেন; হঠাৎ দ্বারদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় দেখিলেন যে তাঁহার কন্যা তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিতেছেন "বাবা, আমি চলিলাম।" ভদ্র লোকটী স্তম্ভিত হইয়া কন্যার অশুভ আশঙ্কায় কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং সকলকে এ কথা বলিলেন কিন্তু উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে কেহই তাঁহার কন্যাকে দেখিতে পায় নাই বা তাঁহার কথা শুনিতে পায় নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ কন্যার গৃহে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে কন্যা কোন দূরবর্ত্তী গ্রামে বাস কবিতেছিলেন তিনি তথায় পৌছিয়া জানিলেন যে যে সময়ে বগুড়াস্থ বাটীতে কন্যাকে দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

(২) আমার কোন বন্ধু ডাক বিভাগের একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী (Superintendent.) ছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম যে তাঁহার পিতার মৃত্যু সময়ে তিনি দূরবর্ত্তী কোন স্থানে ছিলেন। তাঁহার কোন পীড়ার সংবাদ তিনি জানিতেন না। একদা রাত্রিকালে হঠাৎ তাঁহার পিতা শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া এই বলিয়া অদৃশ্য হইলেন "—আমি চলিলাম।" ইহার কয়েক দিন মধ্যেই সংবাদ আসিল যে ঠিক সেই সময়েই তাঁহার মৃত্যু হয়।

সার চার্লস্ হব হাউস কলিকাতা হাইকোর্টের একজন ভূতপূর্ব্ব জজ ছিলেন। তাঁহার বয়স এখন ৯০ বৎসর হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি নিজের যৌবন সময়ের একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সময়ে ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল ও রাজ প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ * এর সহিত এক জাহাজে আসিতেছিলেন। সেই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে সার চার্লসের এক পিতৃব্য বেঞ্জামিন হব হাউস ও লর্ড হার্ডিঞ্জ এক সময়ে পেনিনসুলার যুদ্ধে একত্রে কাজ করিতেন। একদা রাত্রিকালে তাঁহারা উভয়ে রাত্রিকালীন আহারে বসিয়াছিলেন এবং একখানা আসন তাঁহাদের এক বন্ধুর জন্য রাখিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেই সময়ে বন্ধুটী দুইমাইল দূরে ছিলেন। বন্ধুর আসিবার বিলম্ব দেখিয়া তাঁহারা আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে তাঁহাদের সেই বন্ধু হঠাৎ আসিয়া তাঁহার আসনে কিছুক্ষণ বসিয়া চলিয়া গেলেন। পরে জানা গেল যে সেই বন্ধু সেই সময়ে দুই মাইল দূরে বন্দুকের গুলিতে হত হইয়াছেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ দৃঢ়তা সহকারে বলিয়াছিলেন যে আমি ইচ্ছা করি যে লোকে আমার এই কথা বিশ্বাস করিবে, কারণ আমি কখন ও জ্ঞানমতে মিথ্যা কথা বলি নাই।

স্কটলণ্ডের লর্ড ব্রুহাম নামক কোন সম্ভ্রান্ত লোক লিখিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহিত তাঁহার আত্মার অমরত্ব বিষয়ে আলোচনা হইত। সেই সময়ে উভয়ে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিলেন যে উভয়ের মধ্যে যাঁহার অগ্রে মৃত্যু হইবে তিনি মৃত্যুর পর অপরকে দর্শন দিয়া মৃত্যুর পর আপনার অস্তিত্ব প্রমাণ ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন। উভয়ের শোণিত দ্বারা এই প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিত ও স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

* বর্ত্তমান লর্ড হার্ডিঞ্জের পিতামহ।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের পর উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক হইয়া পড়িল। বন্ধু ভারতবর্ষের সিবিলসার্ভিসে প্রবেশ করিলেন। বহুদিন পরস্পর অসাক্ষাৎ হেতু উভয়েই উভয়কে ভুলিয়া গেলেন। একদা লর্ড ক্রুহাম নরওয়ে রাজ্যে পরিভ্রমণকালে কোন পান্থশালায় আপন বস্ত্রাদি একখানি চেয়ারে রাখিয়া গরম জলে গাত্র নিমগ্ন করতঃ আরাম উপভোগ করিতেছিলেন এমন সময়ে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার সেই বন্ধু চেয়ারে বসিয়া আছেন। তিনি তাহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বন্ধুর মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। তিনি এই ভৌতিক মূর্ত্তির আবির্ভাবের সময়, তারিখ ও সন লিখিয়া রাখিলেন। কিছুদিন পরে এডিনবরানগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জানিলেন যে সেই দিবসেই তাঁহার বন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে। প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই যে বন্ধু তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই।*

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুন রাত্রিকালে ১১টা ও ১২টার মধ্যভাগে মিস ডড্সন নামক কোন মহিলা জাগ্রতাবস্থায় শুনিতে পাইলেন যে কেহ যেন তাহাকে ডাকিতেছে। তৃতীয়বার ডাকিবার সময় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ইহা তাঁহার মাতার ডাক। ১৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। মিস ডড্সন মা বলিয়া উত্তর দিলে তিনি দেখিলেন যে তাঁহার মাতা শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দুইটী শিশু সন্তান ডড্সনের ক্রোড়ে দিয়া বলিলেন যে "এই শিশু দুইটীর মাতার এই মাত্র মৃত্যু হইয়াছে। তুমি ইহাদের পালন করিবা কিনা প্রতিজ্ঞাকর"। কন্যা উত্তর করিল "প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি অপেক্ষা কর, আমার সহিত কথা বল" মাতা "এখনও নয়" বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। কন্যা শিশু দুইটীকে ক্রোড়ে লইয়া নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিদ্রোত্থিতা হইয়া কিছুই

* Hyslops' science of Future Life.

দেখিতে পাইলেন না। ৭ই জুন তারিখে জানিতে পারিলেন যে দুইটী শিশু সন্তান রাখিয়া তাহার ভ্রাতৃবধু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার পীড়ার বিষয় এবং তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে যে তাঁহার একটী সন্তান জন্মিয়াছিল তাহার কিছুই তিনি জানিতেন না।*

বোষ্টন নগরের কোন পরিব্রাজক ব্যবসায়ী ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লিখিয়াছেন যে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সেণ্ট জোসেফ নামক নগরে বাস করিতেছিলেন এবং তথায় ব্যবসার সুবিধা পাইয়া একদা মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া মনের আনন্দে ধূমপান করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার বোধ হইল যেন কেহ তাঁহার বামপার্শ্বে টেবিলের উপর হাত দিয়া বসিয়া আছে। তৎক্ষণাৎ সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে তাহার মৃতাভগ্নী জীবিতবৎ বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ চাহিবামাত্রই সেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। এই ঘটনার পরেই তিনি পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য গৃহে চলিয়া গেলেন এবং তথায় যাইয়া তাঁহাদিগকে এই ঘটনার বিষয় বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে ভগ্নীর গণ্ডদেশে একটী লাল আঁচড় দেখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মাতা শিহরিয়া উঠিলেন এবং পুত্রকে বলিলেন যে "তুমি ঠিকই তোমার ভগ্নীকে দেখিয়াছে, তোমার ভগ্নীর মৃত্যুর পর দৈবক্রমে মৃতদেহে গণ্ডদেশে একটী আঁচড় লাগিয়াছিল। আমি চূর্ণ (Powder) প্রয়োগ করিয়া আঁচড়টী অদৃশ্য করিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমি ভিন্ন আর কেহই এই আঁচড়ের কথা জানিত না এবং আমি কাহারও নিকট ইহা বলি নাই। তুমি যখন এই আঁচড় সহিত তাহাকে দেখিয়াছে তখন তাহার পরলোকে অস্তিত্ব

* S. P. R. Vol. X Page 380.—Psychical Research and man's survival of death by Dr. Hira Lal Haldar.

সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। * এই ঘটনায় কয়েক সপ্তাহ পরেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। মায়ার্শ (Myers) সাহেব এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে মৃত্যুর পূর্ব্বে মাতার সহিত পুত্রের সাক্ষাৎ এবং পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া মাতার মৃত্যু এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ভগ্নী ভ্রাতাকে এই ভাবে দর্শন দিয়া ছিলেন।

বেরণ ড্রাইসেন রুশিয়ার কোন সম্ভ্রান্ত লোক লিখিয়াছেন যে "আমি ভূতপ্রেতে কখন ও বিশ্বাস করিনা এবং এরূপ ঘটনা মনের ভ্রম ও কল্পনার উত্তেজনার ফল বলিয়াই মনে করি। কিন্তু একটী ঘটনা আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি। সহর হইতে কোন দুরবর্ত্তীস্থানে আমার শ্বশুর পনোমারিফের মৃত্যু হয়। শ্বশুরের সহিত কোন কারণে আমার সদ্ভাব ছিলনা। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি ও আমার স্ত্রী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। মৃত্যু সময়ে তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মৃত্যুর নবম দিবসে তাঁহার আত্মার শান্তির জন্য উপাসনা হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। পূর্ব্ব রাত্রিতে একটা ও দুইটার মধ্যে আমি বাইবেল পড়িয়া দীপ নির্ব্বাণ করতঃ শয়নের উদ্‌যোগ করিতে ছিলাম। এমন সময়ে পার্শ্বের কামরায় পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। ক্রমে পদশব্দ আমার শয্যা গৃহের দ্বারদেশে শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম" "কোন উত্তর পাইলাম না। তখন প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিলাম যে আমার শ্বশুর দণ্ডায়মান। তাঁহার পরিধানে রাত্রিকালীন পোষাক ছিল। আমি কিছুমাত্র ভীত না হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি চান? আমার শ্বশুর আমাকে শয্যা পার্শ্বে লইয়া যাইয়া বলিলেন যে "আমি তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর, নতুবা আমি ঐ স্থানে (উর্দ্ধদিকে

* S. P. R. Proceedings Vol. VI. Page 16.—Psychical Research and survival of death by Dr. Hira Lal Haldar.

অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) শান্তি পাইতেছিনা।" তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমার দিকে প্রসারিত ছিল; আমি সেই শীতল হস্ত ধরিয়া মর্দ্দন করিলাম এবং বলিলাম "ঈশ্বর সাক্ষী আমি আপনার বিরুদ্ধে কখন ও কিছু করিনাই।" অনন্তর পরদিবস উপাসনা কালে ধর্ম্মযাজক আসিলে তিনি আমাকে একপার্শ্বে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন "কল্য রাত্রি ৩ টার সময় তোমার শ্বশুর আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অনুরোধ করিলেন "আপনি আমার জামাতার সহিত আমার মিলন করাইয়া দিন।*

কিছুদিন হইল ডাক্তার স্কট নামে এক চিকিৎসক লণ্ডন নগরে চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন। সাধুতা, সত্যপ্রিয়তা ও চিকিৎসা নৈপুণ্যে তিনি সকলের ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন। একদিন শীতকালে সন্ধ্যার সময় তিনি গৃহস্থিত অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া একখানি পুস্তক পড়িতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন যে একটী অপরিচিত ভদ্র লোক তাঁহার অপর পার্শ্বে যে চেয়ারে বসিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। ডাক্তার স্কট বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন" আপনি কে? ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন আমার নাম রিচার্ড ওয়ালিশ, আমি সমারসেট সায়ারে বাস করিতাম। অদ্য ৭ বৎসর হইল আমি প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া পার্থিব জীবন ত্যাগ করিয়াছি এবং আপনাকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া একটী অনুরোধ করিতে আসিয়াছি। আমার জীবদ্দশায় আমার পুত্রের মৃত্যু হয় পৌত্র রেজিনাল্ড ওয়ালিশ সেই সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছে। আমার ভ্রাতার দুই পুত্র এক্ষণে সেই সম্পত্তির উপর অন্যায় দাবী করিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে। আমি জীবদ্দশায় এক উইল করিয়াছিলাম। উক্ত

S. P. R. Vol. X. Pages 385-86.—Psychical Research and man's survival of death by Dr. Hira Lal Haldar.

উইল আদালতে উপস্থিত করিতে না পারিলে মোকদ্দমা আমার পৌত্রের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইবে। তাহাতে সে সর্ব্বস্বান্ত হইবে এমন কি বাস গৃহটি পর্য্যন্ত হারাইবে। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার পৌত্রের বাটীতে যাইতে সম্মত হন তাহা হইলে আপনাকে আমি উক্ত উইলের সন্ধান বলিয়া দিতে পারি।" ডাক্তার স্কট বলিলেন যে "আপনি আপনার পৌত্রকেই এ সকল কথা বলিয়া দিন না কেন।" ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন "সে কথা আপনি এখন বুঝিবেন না, এক সময়ে বুঝিতে পারিবেন আমি তাহার নিকট প্রকাশ পাইতে পারিনা। আপনি সাধুলোক এজন্য আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাকে অনুরোধ করিতে পারিতেছি।" ডাক্তার স্কট সম্মত হওয়ায় উইল যে গৃহে, যে বাক্সে যে ভাবে লুক্কায়িত ছিল, ভদ্রলোকটী তাঁহার নিকট তাহা বলিয়া দিলেন। তদনুসারে ডাক্তার স্কট সমরসেট সায়ারে ওয়ালিস পৌত্রের গৃহে গমন করতঃ মুক্তাত্মার কথা মত উইল বাহির করিয়া দিলেন। ডাক্তার স্কটের যাওয়ার পূর্ব্বে রেজিনাল্ড ওয়ালিশ স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে কোন ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে সেই উইল বাহির করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ সেই উইলের বলে তিনি মোকদ্দমায় জয় লাভ করিলেন এবং তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা পাইল। ডাক্তার স্কট এই গুঢ় রহস্য মৃত্যু কালে তাঁহার আত্মীয়দিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন এবং মুক্তাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শন জগতে যেন প্রচারিত হয় সে বিষয়ে ও উপদেশ দিয়াছিলেন।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে মানসিক নিয়মে একজনের চিন্তা তাহার মন হইতে আর এক জনের মনে প্রবেশ করিতে পারে? ইংরেজীতে ইহাকে টেলীপ্যাথী (Telepathy) বলে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে অধ্যাত্ম চক্রের সমস্ত কার্য্যই এই টেলীপ্যাথীর নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে মিডিয়ামের উক্তির অনেক বিষয় টেলীপাথীর নিয়মানুসারে হয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে ও অধ্যাত্ম

চক্রের ও মিডিয়ামের অজ্ঞাত ভাষায় লেখা. টেবিল প্রভৃতি ভারী বস্তুর শূন্যে উত্থান, আত্মার ফটোগ্রাফ, আত্মার জড় দেহে দর্শন প্রদান ও কথোপকথন প্রভৃতি যে সকল বিষয় সার উইলিয়াম ক্রুক্স্ ও ডাক্তার ওয়ালেস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা কিরূপে টেলীপ্যাথীর দ্বারা ঘটিতে পারে? সম্প্রতি টেলীপ্যাথীর যুক্তি খণ্ডনের জন্য আর এক প্রকার লেখা উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায় ইহাকে ক্রস করেস্পণ্ডেন্স্ (Cross Corrrespondenece) বলে। ইহাতে নানাস্থানে, নানাসময়ে নানাচক্রে অসংলগ্ন কথা লিখিত হয়। কোন এক স্থানের লিখিত এই অসংলগ্ন কথার কোন অর্থগ্রহ হয় না, কিন্তু নানাচক্রের কথাগুলি একত্র করিলে তাহার অর্থ হয়। প্রফেসর মায়াস, ডাক্তার হজসন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহাদের মৃত্যুর পর টেলীপ্যাথীর যুক্তি খণ্ডনার্থ এই অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়া পরলোক হইতে সংবাদ প্রেরণ করতঃ আপন আপন অস্তিত্বের নিদর্শন জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রফেসর মায়ার্স একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য বিৎ ছিলেন। তিনি নানাচক্রে নানা সাহিত্য গ্রন্থ হইতে ভাব ও বাক্য অসংলগ্নভাবে উল্লেখ পূর্ব্বক পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইংরেজী ও প্রাচীন গ্রীক ও লাটীন সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি না থাকিলে এই সকল প্রমাণ ভালরূপে বুঝা যায় না। যাঁহারা ইহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চান তাঁহারা সাইকিকেল রিসার্চ্চ সোসাইটির পুস্তকাবলী ও সার অলীভর লজের Survival of man নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

এই সকল বিস্ময়কর ঘটনার পর্য্যালোচনা করিলে এবং ষ্টেড সাহেবের, নগেন্দ্র বাবুর, বৈজ্ঞানিক ক্রুক্স ও ওয়ালেস সাহেবের লিখিত প্রমাণ ও ডাক্তার প্বিব্‌ল্‌স্ সাহেবের উক্তি পাঠ করিলে অধ্যাত্মবাদেআর কিরূপে সন্দেহ বা অবিশ্বাস থাকিতে পারে? কিন্তু এখনও ইউরোপেও আমেরিকায় অনেক শিক্ষিত লোক ইহাতে বিশ্বাস করেন না এবং

যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাহাদিগকে বিদ্রুপও উপহাস করিয়া থাকেন। এজন্য অনেকের মনে মনে বিশ্বাস থাকিলেও তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে ইহা জন সমাজে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন? এমন কি ষ্টেড সাহেব পর্য্যন্ত জুলিয়ার বুরো স্থাপন করিয়া অনেকের নিকট উপহাসের পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে যাহা চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না তাহার অস্তিত্বে কিরূপে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু বায়ুস্থিত অক্‌সিজেন ও কার্ব্বনিক এসিড প্রভৃতি আমরা দেখিতে পাইনা। কোন কোন দেশে মাংসভোজী বৃক্ষ, বৃষ্টিবৃক্ষ ও দুগ্ধের বৃক্ষ আছে বলিয়া পুস্তকে পড়িয়াছি, কিন্তু কখন ও স্বচক্ষে দেখিনাই। আমরা এই সকলের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। কিন্তু যে পরলোকতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং যাহাতে বিশ্বাস করিলে আমাদের মৃত্যু জনিত শোক ও মৃত্যুভয় দূর হইতে পারে ও ধর্ম্ম বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে পারে, দুঃখের বিষয় আমরা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিনা এবং তাহার সত্যাসত্যের অনুসন্ধান করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয়না।

কোন, নূতন ও আপাততঃ অসম্ভব বিষয় বা তত্ত্ব প্রচারিত হইলে প্রথমতঃ লোকের নিকট ইহা অবিশ্বাস ও উপহাসের বিষয় হইয়া থাকে। কিন্তু কালক্রমে অসম্ভব ও সম্ভব বলিয়া গৃহীত হয়। মানব সমাজে ও জগতের ইতিহাসে ইহার বিস্তর দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। প্রায় ৩৭।৩৮ বৎসর গত হইল আমি কোন এক সুদূর পল্লীগ্রামে বিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এক টোলের পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতেছিলাম। সেই সময় রুষতুরুস্কে যুদ্ধ হইতেছিল। প্রসঙ্গক্রমে তার যোগে প্রাপ্ত, সংবাদ পত্রে মুদ্রিত যুদ্ধের কোন সংবাদের উল্লেখ করিলে পণ্ডিত মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন "মহাশয়, আপনারা বড় সহজ বিশ্বাসী, এই যে

তারের সংবাদের কথা উল্লেখ করিলেন, ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। এতদ্দূর হইতে এত অল্প সময়ের মধ্যে তার যোগে এরূপ সংবাদ কখনও আসিতে পারেনা। ইংরাজেরা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত একটা যন্ত্র দ্বারা খট্ খট্ শব্দ করিয়া আপনাদের ন্যায় লোক দিগকে ভুলাইয়া কতকগুলি মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে, আপনারা তাহাই বিশ্বাস করেন। আমি ইহা কখনও বিশ্বাস করি না।" পরবর্ত্তী সময়ে হয়ত এই পণ্ডিত মহাশয় নিজেই অনেক তারের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন ও প্রাপ্ত হইয়াছেন। রেল গাড়ী প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে অনেক ইঞ্জিনিয়ার বলিয়াছিলেন যে ইহা কখন ও কার্য্যে পরিণত হইবেনা। এবং কলের চাকা ঘুরিলেও গাড়ী সম্মুখদিকে অগ্রসর হইবে না। বেভেরিয়া নগরের রাজকীয় চিকিৎসা সমিতি এ সম্বন্ধে এই মত দিয়াছিলেন যে রেলগাড়ী চল হইলে লোকের স্বাস্থ্য হানি হইবে, রেলযাত্রী দিগের মস্তিষ্ক রোগ জন্মিবে এবং যাহারা দ্রুতগামী চলনশীল গাড়ীর দিকে তাকাইবে তাহাদের মাথা ঘুরিবে। হ্যানওয়ে নামক এক ইংরেজ ভারতবর্ষ ও চীনদেশে ভ্রমণ করিয়া ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথমে ইংলণ্ডে ছত্র প্রচলিত করেন এবং বৃষ্টির সময় ছত্র মাথায় দিয়া রাস্তায় বহির্গত হন, তখন লোকে তাঁহাকে ঢিল মারিতে ও বিদ্রূপ করিতে থাকে। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ড্রেক সাহেব কর্ত্তৃক প্রথমতঃ তামাক ইংলণ্ডে আনীত হয়। সেই সময়ে ইহার ধুম পান প্রথা নিষেধের জন্য নানারূপ চেষ্টা হয়, এমন কি কোন কোন ব্যক্তিকে প্রাণ দণ্ডে পর্য্যন্ত দণ্ডিত করা হয়। কথিত আছে যে এক ব্যক্তিকে এই অপরাধে কুকুর দ্বারা ভক্ষিত করান হইয়াছিল!

গো বীজে টীকা দেওয়া সম্বন্ধে প্রথমতঃ ইংলণ্ডে লোকের ঘোরতর আপত্তি হয়। সর্ব্বসাধারণ লোকে তখন মনে করিত যে এইরূপ টীকা গ্রহণ করিলে গরুর ন্যায় মাথায় দুইটা শৃঙ্গ বাহির হইবে। পৃথিবী

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে এই মত প্রকাশ করিয়া গ্যালিলিও রাজদণ্ডে দণ্ডিত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। এডিসনের ফনোগ্রাফ যন্ত্র বৈজ্ঞানিক সভায় উপহার প্রদত্ত হইলে তাঁহার লোক যখন যন্ত্র চালাইতে লাগিল তখন একজন বৈজ্ঞানিক উহা চতুরতা ও হরবোলার (ventriloquist) কার্য্য মনে করিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া যন্ত্র চালকের গলার কলার ধরিয়া বলিলেন "নরাধম! আমরা হরবোলার দ্বারা প্রতারিত হইতে পারিনা।" আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই বৈজ্ঞানিক ইহার ছয় মাস পরে আর এক সভায় বলিয়াছিলেন যে সামান্য ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের মনুষ্যের স্বর অনুকরণ করা অসম্ভব। আমি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে ইহা (ventriloquism) অর্থাৎ হরবোলার কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। এক সময়ে একজন ইংরেজ ভ্রমণকারী শ্যামদেশের রাজার নিকট বলিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডে কখন কখন জল জমিয়া পাথরের ন্যায় কঠিন হয়। ইহাতে রাজা ইহা মিথ্যা কথা মনে করিয়া এবং তাঁহার নিকটে এই মিথ্যা উক্তি হইয়াছে বলিয়া উক্ত ভ্রমণকারীকে শাস্তি দেন। কিন্তু এই সকল অশ্রুতপূর্ব্ব ও আপাতঃ অসম্ভব বিষয় যেমন এক্ষণে অভ্রান্ত সত্যরূপে জনসমাজে গৃহীত হইয়াছে, পরলোকতত্ত্ব ও সেইরূপ কালক্রমে জনসমাজে আদৃত ও গৃহীত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রচলিত বিশ্বাস এই যে জীব মৃত্যুর পর নিজ কর্ম্মানুসারে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক এই জগতেই অন্য এক জীবে পরিণত হয়। সে প্রকৃত পক্ষে শত্রু, জন্মের পর স্নেহ মমতা জন্মাইয়া পরে আত্মীয় স্বজনকে শোক সাগরে ভাসাইয়া প্রস্থান করতঃ শত্রুতা সাধন করে এবং জন্মান্তর গ্রহণ করে। সম্বন্ধ জীবনাবধি। স্নেহ, প্রীতি, মমতা প্রভৃতি কিছুই স্থায়ী নহে, ইহা জগতের বন্ধন মাত্র, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায় এবং মনুষ্যের ব্যক্তিত্ব ও সমস্ত অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এই

বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিলে ঈশ্বরের কোন মহিমা বা মহত্ত্বই প্রকাশ পায়না বরং তিনি নিতান্ত নিষ্ঠুর বলিয়াই প্রতীয়মান হন। তাহা হইলে তাঁহার দয়াময় নামের মহিমা কোথায় থাকে? তিনি কেবল বালকের ন্যায় তাঁহার সৃষ্টজীব দিগকে কষ্ট দিয়া দূর হইতে তামাসা দেখিতেছেন ও ক্রীড়া করিতেছেন বলিয়াই মনে হয়। এ বিশ্বাসে প্রাণে ঘোরতর অশান্তি ভিন্ন কোন শান্তি দিতে পারেনা এবং সংসার মরুভূমি তুল্য বোধ হয়। খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে জীব মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত অর্দ্ধ চৈতন্যাবস্থায় সমাধিস্থানে অবস্থান করে এবং বহুদিন পরে এই বিচারের দিন উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের বিচারানুসারে নিজকর্ম্মানুযায়ী অনন্তকালের জন্য নরক যন্ত্রণা বা স্বর্গসুখ ভোগ করে। এই বিশ্বাসে ও প্রাণে শান্তি হয়না। পাপীর আর কস্মিন্ কালে ও মুক্তি হইবেনা, চিরকালের জন্য তাহাকে নরকভোগ করিতে হইবে, ইহাতে ঈশ্বরের দয়া ও ন্যায় বিচার কোথায় রহিল? কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ যোগ ও জ্ঞানবলে এবং বর্ত্তমান সময়ের অধ্যাত্মবাদী পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মানুষ মৃত্যুর পর পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় না। তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকে। তাঁহারা সুক্ষ্মতর দেহ ধারণ করতঃ চর্ম্ম চক্ষুর অতীত উর্দ্ধতন লোকে বাস করেন। ইহ জীবনের সুখ দুঃখ জ্ঞানোপার্জ্জনের সোপান মাত্র। ক্রমোন্নতিই জগতের নিয়ম। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া জীব পরলোকে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করে। তাহাদের স্নেহ মমতা সমস্তই বর্ত্তমান থাকে। জড় জগতের নিয়মানুসারে আমাদের চর্ম্ম চক্ষু ও কর্ণ তাহাদিগকে দেখিতে বা তাহাদের কথা শুনিতে পায় না বটে কিন্তু তাঁহারা আমাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতে পান ও আমাদিগের কথা শুনিতে পান এবং সুযোগ পাইলে ও তাঁহাদের শক্তির উপযুক্ত বিকাশ পাইলে ও তাঁহাদের

আমাদিগের নিকটে আসিয়া আমাদিগের উপকার করিতে চেষ্টা করেন এবং জড়দেহ ধারণ পূর্ব্বক আমাদিগকে দর্শন দান করেন। মুক্তাত্মাগন বলেন যে সার্ব্বজনিক প্রেমই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই প্রেম। ইহ জীবনের সহিত এই প্রেমের বিনাশ না হইয়া পরলোকে ইহার বিকাশই হইতে থাকে। মৃত্যুর পর পরলোকে সন্তান শোকাতুরা জননী সন্তানের সহিত, পুত্র কন্যা, পিতা মাতার সহিত, পতি বিয়োগ বিধুরা স্ত্রী স্বামীর সহিত, স্বামী স্ত্রীর সহিত, ভ্রাতা ভগ্নী, ভ্রাতা ভগ্নীর সহিত, বন্ধু বন্ধুর সহিত, এবং প্রিয়জন প্রিয় জনের সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিবে। থ্যাকারে (W. M. Thackeray) বলিয়াছেন যে আমাদিগের যে সকল প্রিয়জন আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন তাহারা এখন ও আছেন এবং আমাদিগকে পূর্ব্ববৎ ভাল বাসিতেছেন! তাহারা প্রকৃত পক্ষে একেবারে চলিয়া যান নাই, নিকটস্থ ঘরেই আছেন। আমরা শীঘ্রই তাহাদের সহিত মিলিত হইব। এই বিশ্বাসে মৃত্যু জনিত শোক ও ভয় দূরীভূত এবং পৃথিবীর দুঃখ ও কষ্ট ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের সোপান স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। কারণ যেমন পরিশ্রম না থাকিলে বিশ্রাম সুখ সম্যক ভোগ করা যায়না, সেইরূপ বিচ্ছেদ না হইলে মিলনের সুখ সম্যক উপলব্ধ হয় না। মিলনের পর বিচ্ছেদ যেমন কষ্ট দায়ক, আবার বিচ্ছেদের পর চিরমিলন ততোধিক আনন্দদায়ক। মৃত্যু জীবনের শেষ নহে, পুনর্ম্মিলনের সেতুস্বরূপ। এই বিশ্বাস প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা আনয়ন করে এবং জগদীশ্বরের অপার করুণা, মহিমা ও সৃষ্টি নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া ধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ়তর করে।

মেথডিষ্ট নামক খৃষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রেভারেণ্ড জন ওয়েলেশলীর মুক্তাত্মা বলিয়াছেন যে ' অধ্যাত্ম বাদে মৃত্যুভয় দূর করে, কারণ ইহাতে

পরলোকস্থ প্রিয়জনদিগকে আমাদিগের নিকটে আনিয়া মৃত্যুকে ইহলোক ও পরলোকের সেতু স্বরূপ প্রতীয়মান করে। ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি অধ্যাত্মবাদের সত্যতা পরীক্ষার জন্য সুযোগ পাইতে পারেন এবং পরলোকস্থ প্রিয়জনগণ যে সকল আধ্যাত্মিক নিয়মানুসারে আপনাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতে পারেন তাহার দৃষ্টান্ত প্রত্যহ পাইতে পারেন। ইহাকে সার্ব্বজনিক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কারণ ইহা অতি নিকৃষ্ট লোকের ও অনায়াস লভ্য এবং ঘোরতর মূর্খ ও পাপীকেও পরিত্রাণ করে। অনন্ত উন্নতি ইহার প্রধান লক্ষ্য এবং ঈশ্বরের অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্তজ্ঞান, অনন্ত মহিমা ও অচিন্তনীয় গুণ ইহাতে প্রকাশ পায়। আমি এই সত্য পৃথিবীতে প্রচার করিতে চেষ্টা করিব।"

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্টমিলের নাম ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি পার্থিব জীবনে নাস্তিক ছিলেন। তাঁহার আত্মা বলিয়াছেন যে "আমার পার্থিব জীবন সন্দেহতমসাচ্ছন্ন ছিল। মনুষ্যের আত্মা অমর ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমি মনুষ্য জীবনে কোন অদৃশ্য ঐশিক শক্তির প্রাধান্য দেখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে দেখিয়াছি যে জড়শক্তি দুর্ব্বলকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে এবং প্রবল দুর্ব্বলকে পদদলিত করিতেছে। এই সকল নিবারণের জন্য কোন ঐশিক শক্তির পরিচয় পাই নাই। আমি আত্মার অমরত্বের কোন নিদর্শনই প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু যখন আমার চক্ষু দুঃখ, কষ্ট, নিরাশা ও সন্দেহজড়িত এই পৃথিবী হইতে নিমীলিত হইয়া পরলোকে উন্মীলিত হইল তখন আমার সমস্ত কষ্ট ও সন্দেহ দূর হইয়া গেল এবং আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল যে আমি আত্মার অমরত্বে সন্দেহ করিতাম। আমি এই পরলোকের বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝাইতে পারি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে

এখানে মানব হৃদয়ের প্রত্যেক অস্ফুট ভাব বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ পায় এবং যাহারা পৃথিবীতে শারীরিক বলে দুর্ব্বলকে পদদলিত করিয়াছে তাহারা এখানে সম্পূর্ণ নিঃসহায় ও দুর্ব্বল। এখানে কেবল আধ্যাত্মিক ও মানসিক বলেরই সম্পূর্ণ প্রাধান্য। *

রুশ সাম্রাজ্যের ভূত পূর্ব্ব সম্রাটের আত্মা বলিয়াছেন আমি পার্থিব জীবনে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতাম। আমি পাশব বলে আমার প্রজাদিগকে দমনে রাখিয়াছি এবং ইহাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছি। আমি শত শত লোককে সাইবিরিয়ার বিজন ও ভীষণ প্রান্তরে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। আমার বিবেক ও অনেক আত্মা এ বিষয়ে আমাকে সতর্ক করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহাদের কথা শুনিনাই। পার্থিব গৌরবে ও বলে মত্ত হইয়া মৃত্যুর দিবস প্রাতে ও আমি মনে করি নাই যে আমার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী এবং আমার প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়া আমাকে ডিনেমাইট দ্বারা উড়াইয়া সিংহাসন চ্যুত করিয়া পরলোক প্রান্তে নিক্ষেপ করিবে। আমি এখন রুশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে ঘোরতর অশান্তি দেখিতেছি, আমার পরবর্ত্তী সম্রাট প্রজাদিগের কথায় কর্ণপাত না করিলে তাহারও আমার ন্যায় সহসা এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে। †

প্রসিদ্ধ বিদুষী হেরিয়ট মার্টিনোর আত্মা বলিয়াছেন যে "আমি জীবনের শেষভাগে ডারউইন, হাক্সলী, আরনোল্ড, কোমত ও হারবার্ট স্পেনসর প্রভৃতির ন্যায় আত্মার অমরত্বে ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি নাই। বিজ্ঞান চক্ষুতে ইহা আমি অসম্ভব বলিয়াই মনে করিতাম। মৃত্যু সময়ে আমি অন্ধকারের মধ্যে একেবারে লয় পাইব বলিয়াই মনে

* John Lobb's Talks with the dead.

† John Lobb's Talks with the dead.

করিতেছিলাম। কিন্তু যখন পরলোকের উজ্জ্বল আলো ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিলাম তখন চমৎকৃত হইলাম। ইহা কিরূপ সুন্দর সুখস্থান তাহা আমি বর্ণন করিতে অক্ষম।*

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি সেক্‌সপিয়রের মুক্তাত্মা বলিয়াছেন যে মৃত্যুর পরে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আমি নিদ্রিতের ন্যায় অচেতন ছিলাম। পরে জাগ্রত ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া দেখিলাম যে এক সতেজ বৈদ্যুতিক আলো আমার মস্তকের তলদেশে আঘাত করিবা মাত্র আমার মানসিক শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং আমার সর্ব্ব শরীর কম্পিত করিল। চতুর্দ্দিকে আমার মৃত বন্ধু ও আত্মীয় স্বজন দিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আমি কি প্রকৃতই মরিয়াছি, না ইহা স্বপ্ন?" তাঁহারা উত্তর করিলেন "হাঁ তুমি মৃত্যুরূপ পরিবর্ত্তন উত্তীর্ণ হইয়াছ এবং এখন আত্মার লোকে আসিয়াছ। এখানে তোমায় অনেক শিখিতে হইবে, তুমি অন্ধকার লইয়া আসিয়াছ, এখানে তাহা দূর করিতে হইবে ও তোমাকে পূত হইতে হইবে। এখানে অনেক আশ্চর্য্য দর্শন করিবে।" আমি পৃথিবীর ন্যায় প্রত্যেক বস্তুই স্বাভাবিকবৎ বোধ করিতে লাগিলাম। আমার আত্মিক দেহ স্পর্শ করিয়া দেখিলাম যে পার্থিব শরীরের ন্যায়ই স্পর্শবোধ হইতেছে। পরে আত্মাগণ আমাকে একটী সুন্দর গৃহে লইয়া গেলেন। আমি পার্থিব জীবনে যে সকল সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ভাল বাসিতাম এই গৃহ সেই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্যে সুসজ্জিত ও সুশোভিত ছিল। এখানে আমার পূর্ব্বপুরুষ ও বন্ধুগণকে দেখিতে পাইলাম। মৃত্যুর পর শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র প্রত্যেক আত্মাই এই দিব্য লোকে আপন আপন আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদিগকে দেখিতে পাইবেন। তাঁহারা আত্মীয় ও

* John Lobb's Talks with the dead.

বন্ধুদিগের এই স্থানে আগমনের জন্য সর্ব্বদাই অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা কি তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারেন? কখনই না। সত্য ও প্রেমরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর অবস্থিত হইয়া এবং সন্তোষ ও সুখের মধ্যে থাকিয়া তাঁহারা দিব্যলোকে আত্মীয় স্বজনদিগকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য শান্তভাবে অপেক্ষা করিতেছেন। অতঃপর এই পৃথিবীতে আমি যাহা-দিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম তাহাদিগকে দেখিবার জন্য পৃথিবীতে আসিতে উৎসুক হইলাম। আমার প্রদর্শকের সাহায্যে এখানে আসিয়া আমার পূর্ব্ব পরিচিত বন, উপবন, উপত্যকা, গির্জা, অট্টালিকা প্রভৃতি দর্শন করিয়া আমার আত্মীয়দিগের নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাহারা কেহই আমাকে দেখিতে বা আমার কথা শুনিতে পাইল না। আমি গৃহের দ্রব্যাদি স্পর্শ করিয়া শব্দ করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু আমার হাত সেই সকল দ্রব্যের মধ্য দিয়া সরিয়া গেল। ইহার পর আমার সমাধিস্থানে আমার জড়দেহ দেখিতে গেলাম। কিন্তু তথায় দেখিলাম যে তাহা পূতিগন্ধময় অস্থিমাত্রে পরিণত হইয়াছে। অনন্তর তৃতীয় স্বর্গে আমার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তথায় তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার শরীর অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যযুক্ত ও জ্যোতিঃসম্পন্ন দেখিলাম। আমি একদৃষ্টে তাঁহার রূপ ও জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। অবশেষে জানিলাম যে এই জ্যোতি চরিত্র ও উন্নতি অনুসারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য লাভ করে।*

থিওসফিকেল সোসাইটীর প্রবর্ত্তক ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি তাহার পার্থিব জীবনে পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেন। তাহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে তিনি পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং কিছুদিন মধ্যেই প্রকটিত হইবেন। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত

* John Lobb's Talks with the dead.

মেলবরণ নগরে প্রকাশিত হারবিঞ্জার অফ লাইট নামক আধ্যাত্মিক পত্রে প্রচারিত হইয়াছে যে পরলোক হইতে ষ্টেড সাহেব জানাইয়াছেন যে ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি এক্ষণে পরলোকেই বাস করিতেছেন এবং তাঁহার পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধীয় ভ্রম বিশ্বাস বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার মনের ভাব ও উদ্দেশ্য সাধুছিল এজন্য তিনি একটী সুন্দর গৃহে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরে প্রকৃত ভক্তি না থাকায় এবং কোপনস্বভাব ও অসংযতবাক্ হেতু তাঁহার অলৌকিক শক্তি সত্বেও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় নাই। অবতার বাদ সম্বন্ধে তিনি এখন বুঝিয়াছেন যে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণও প্রধান প্রধান ধর্ম্ম প্রচারকগণ পরলোকস্থ মহাত্মাদিগের দ্বারা কখন কখন পৃথিবীতে প্রেরিত হন বটে কিন্তু তাঁহারা কখনও পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করতঃ অবতীর্ণ হন না। তাঁহাদের জীবন চরিত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কোন এক সময়ে, যেমন গুরু মন্ত্র দীক্ষা বা অন্য কোন বিশেষ সময়ে, তাঁহাদের উপর ঐ শক্তির আবির্ভাব হয় এবং এক অভিনব শক্তির সঞ্চার হয়। যিশু খৃষ্ট জর্ডন নদীর জলে দীক্ষিত হইবার সময় পবিত্রাত্মা ঘুঘু পক্ষীরূপে তাঁহার উপর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া বাইবলে বর্ণিত আছে। ইহাই প্রকৃত পক্ষে পরলোকস্থ মহাত্মাদিগের অনুপ্রাণনা বা শক্তি সঞ্চার।

এই সংসারে কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সুখী, কেহ অসুখী, কেহবা রাজ প্রাসাদে, কেহবা পূর্ণ কুটীরে, কেহবা বৃক্ষতলে বাস করেন। এইরূপ অবস্থা বৈচিত্র দেখিয়া জন্মান্তর বাদিগণ বলেন ইহ জীবনের কর্ম্মানুসারে পরজীবনে পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা বৈচিত্র ঘটিয়া থাকে। সুখ দুঃখ বিবেচনা করিয়াই জন্মান্তর বাদিগণ এইরূপ অবস্থা বৈচিত্রের মীমাংসা করেন। কিন্তু বিশেষরূপে

ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে যাহাকে আমরা সুখ বলিয়া থাকি। তাহা অভ্যাস গত ও মনের গঠন মত। পাশ্চাত্য কবি মিল্টন বলিয়াছেন যে আমরা ইচ্ছা করিলে মনের মধ্যেই নরককে স্বর্গ ও স্বর্গকে নরক করিতে পারি। লাটিউট নামক একজন ফরাসী প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ নির্জ্জন কারাবাসে ছিলেন। এই সময় মধ্যে কেবল কতকগুলি মূষিক তাহার একমাত্র সহচর ছিল। তিনি এই মূষিকদিগকে ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য দিয়া তাহাদের সঙ্গে খেলা করিয়া আমোদ অনুভব করিতেন। উক্ত দীর্ঘ সময় অন্তে তাঁহার কারামুক্তি হইলে মূষিক সংসর্গে বঞ্চিত হইয়া তিনি এত অসুখী বোধ করিতে লাগিলেন যে কথিত আছে তিনি পুনরায় কারাগারে যাইতে চাহিয়াছিলেন। একবার গয়াতে এক ভিক্ষুক বালককে আমি রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া তাহাকে পরিষ্কৃত কাপড় ও আহার দিয়া যত্ন করিয়া রাখিয়া ছিলাম। এই বালক রাস্তায় ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া ও লোকের বাড়ী হইতে ফেন চাহিয়া খাইত। আমার বাড়ীতে অন্ন আহার তাহার অসহ্য হওয়ায় এবং ভিক্ষা করিতে না পারায় কয়েক দিন পরেই সে পলায়ন করিল ও পূর্ব্ববৃত্তি অবলম্বন করিল, পরে এক দিবস সাক্ষাৎ হওয়ায় বলিল যে ভিক্ষার জীবনই ভাল বোধ হয়।

এ বিষয়ে ৺মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর তাঁহার স্বরচিত শিকার কাহিনীতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর। এস্থলে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

"সুখ কিসে, সুধু একটা শব্দ দ্বারা তাহার মীমাংসা হয়না। তুমি হয়ত সর পুরিয়া, সীতাভোগ ইত্যাদি উপাদেয় খাদ্য গলাধঃ করিয়া অত্যন্ত সুখী, আমি ইহার নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠি, মিষ্ট সমাগ্রী আমার বিষবৎ। তুমি আমি দুগ্ধ ফেণনিভ কোমল শয্যার শুইয়া যে সুখ

ভোগ না করি, ভূশয্যায় পড়িয়াই সংসার ত্যাগী উদাসীন ততোধিকই সুখে নিদ্রা যাইতেছে। * * * অর্থ এক পদার্থ, এক একজন উহার এক এক রূপ ব্যবহারে সুখী, তুমি হয়ত যক্ষের মত অর্থরাশি আগুলিয়া লৌহ সিন্ধুকে, আবদ্ধ করিয়া অতুল আনন্দে মগ্ন,—আর একজন প্রাণ ভরিয়া উহা ব্যয় করিয়া সুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

অতএব সুখ বস্তুগত নহে. প্রবৃত্তিগত, মনের গঠনগত। একে যাহাতে সুখী, অন্যে তাহাতে অসুখী, বৈশিষিক দর্শনে ইহার অতি সুন্দর একটী মীমাংসা দেখা যায়ঃ—

পরিব্রাট্ কামুক শুনমেকস্যাং প্রমদাতনোঃ।
কুণপ, কামিনী ভক্ষং ইতিতিস্রো বিকল্পনা॥

এক নারীদেহে, পরিব্রাজক, কামুক ও কুক্কুর এই তিন জীব তিন ভাবে সুখী। পরিব্রাজক ভাবেন এই নারী রাক্ষসী সমান, ইহার হাত হইতে যতদূরে থাকা যায়, সংসারে ততই সুখ। কামুক ভাবে এমন সুখের সামগ্রী আর বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে ছুটি নাই, যতক্ষণ ইহার সঙ্গ উপভোগ করা যায় এ জীবনে ততই সুখ; আর কুক্কুর ভাবে বাহবা! মরি মরি, কি সুকোমল নধরদেহ, এই নারীদেহটী পেট ভরিয়া ভোজন করিতে পারিলে যে সুখ, জগতের অন্য কোন খাদ্যে তত সুখ সম্ভোগ হয় না। ইত্যাদি বিষয় নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিলে বেশ দেখা যায়, একের পক্ষে যাহা সুখের, অন্যের পক্ষে তাহা অতীব দুঃখের কারণ। বড় ধনী, অট্টালিকায় বাস, হাতী, ঘোঁড়া, দাস, দাসী, অমাত্য বান্ধবে পূর্ণ সংসার; দিবানিশি টাকার ঝনঝনী, সোনা দানার কন্‌কনী; কিন্তু তাহার ভিতরে, হৃদয়ের অন্তস্তলে চাহিয়া দেখ, ভয়ানক মর কাঁদুনী। শয্যায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে, চক্ষে নিদ্রা নাই, উদরে অম্বল, মুখে অরুচি, মস্তিষ্কে

অশান্তির তীব্র অনল দাউ দাউ জ্বলিয়া তাহাকে পুড়িয়া থাক্ করিয়া ফেলিতেছে। হয়ত এক দিকে তাহার প্রজা বিদ্রোহী, আর একদিকে ও পাঁচ লক্ষ টাকার একখানা খৎ তমাদি হইয়া গিয়াছে; অজন্মায় খাজানা আদায় একেবারে বন্ধ; কিম্বা তাহার একটী মাত্র পুত্র ছিল, সে হঠাৎ মারা পড়িয়াছে, ধনৈশ্বর্য্য তাহার পুত্র রক্ষা করিতে পারে নাই ইত্যাদি। * * * ইহাতে দেখা যায় ধনে জনে সুখ নাই, অর্থও সুখের কারণ নহে; সুখ মনে, মনের নিভৃত প্রদেশে। * * রাজা হউক, প্রজা হউক সুখ (প্রকৃত) প্রায় কাহারও অদৃষ্টে নাই। এই বহির্জগতের সুখ, সুখ নহে, কেবল একটা ক্ষণিক কল্পনার বিদ্যুৎ স্ফুরণ মাত্র। আমি ও দৃঢ় বুঝি, সুখথাকেত আছে এক সেই ভগবানের আরাধনায় * * *

যো বৈভূমা তৎ সুখং নাল্পে।
সুখ মস্তি ভূমৈব সুখং।
ইতি ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

ভূমা অর্থাৎ যাহা পরিপূর্ণ (পরমেশ্বর) তাহাই প্রকৃত সুখ, তাহা ভিন্ন জগতে সুখ নাই।”

এ স্থলে নিম্নলিখিত সুন্দর কবিতা দুইটী উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিলাম :—

পর পার বাসিনী।

মরিনাই, মরণ এ জীবনের একটী অধ্যায়।
তোমার প্রতপ্ত শ্বাস—তপ্ত অশ্রুজল
প্রিয়তম, প্রাণাধিক, দেখিতে তোমায়
মরণের এ পারেও করিছে পাগল।

স্নেহ-প্রীতি-মমতার মধুর বন্ধন
ছিন্ন কভু নাহি হয় দেহের সহিত ;
ফোটে নভে, নীল সন্ধ্যা ঢাকিলে গগন
তারার তৃষিত আঁখি করুণ লোহিত ।
ডোবে সন্ধ্যা, ফোটে উষা রূপের গরবে,
ঝরে ফুল, শোভে ফল তরুবীজ লয়ে,
তাই মরণের নাম জীবন, এ ভবে,
প্রকৃতির এই গতি অনন্ত নিলয়ে ।
তোমরা ওপারে বৃথা কর হাহাকার,
জীবন মরণ এক জেনে রেখো সার ।

বান্ধব । আষাঢ় । ১৩১১

As after death, our lost ones grow our dearest
So, after death, our lost ones come the nearest :
They are not lost in distant worlds above ·
They are our nearest link in God's own love.

Gerald *M*assey.

No work begun shall ever pause for death.—Browning.

পরলোকে মুক্তাত্মাগণের জীবন ও কার্য্য।

—:*:—

পরলোকে মুক্তাত্মাগণ কিরূপে জীবন অতিবাহিত করেন এবং কি কার্য্য করেন তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতুহল হইতে পারে। কিন্তু এই লোক সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অল্পই জানা গিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে পরলোকে মুক্তাত্মাগণের আহার ও জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়না এবং শরীরের বিশ্রামার্থ নিদ্রার ও প্রয়োজন হয় না। পরলোকে সূক্ষ্ম শরীর রক্ষার্থ কতক খাদ্যের প্রয়োজন হয় বলিয়া কোন কোন আত্মা বলিয়াছেন। কিন্তু সে খাদ্য চতুর্দ্দিকস্থ ঈথর নামক পদার্থেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তজ্জন্য কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের জীবন আলস্যে অতিবাহিত হয় না। এ সম্বন্ধে জুলিয়া প্রভৃতি মুক্তাত্মাগণ হইতে যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাই নিম্নে লিখিত হইল।

পরলোক মানব চক্ষুর অতীত বায়ু হইতেও সূক্ষ্মতর পদার্থে গঠিত ৭টী স্তরে বিভক্ত। এই স্তরগুলি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে উপর্য্যুপরি অবস্থিত। নিজ নিজ চরিত্র ও কর্ম্ম ফলানুসারে মুক্তাত্মাগণ পরলোকে স্থান পাইয়া থাকেন। নীচাশয়, দুশ্চরিত্র, ও অনুন্নত আত্মাগণ পৃথিবীর নিকটস্থ সর্ব্বনিম্ন স্তরে স্থান প্রাপ্ত হন। এই স্তর অতি কদর্য্য, অন্ধকার-ময় ও পূতিগন্ধপূর্ণ। সদা[illegible] উন্নত আত্মাগণ এই স্তর বাসীদের উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট আছেন। যাঁহারা তাঁহাদের উপদেশানুসারে উন্নতি লাভ করে, তাহারা তদূর্দ্ধস্তরে ও ক্রমশঃ উর্দ্ধতর স্তরে গমন

করে। কোন কোন ধর্ম্ম গ্রন্থে সপ্ত স্বর্গের উল্লেখ আছে। এই সপ্ত স্তর হইতেই সপ্ত স্বর্গের আভাস পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যাহারা এই পৃথিবীতে ইন্দ্রিয় ভোগ বিলাসে ও অন্যান্য দুষ্কার্য্যে রত থাকে, মৃত্যুর পরেই তাহারা তাহাদের সেই অভ্যাস ও প্রবৃত্তি সহসা ত্যাগ করিতে পারে না। তাহাদের কুপ্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করিবার উপায় না থাকিলেও তাহারা পৃথিবীর সংস্রবে ও ভোগ বিলাসের স্থানে উপস্থিত থাকে; কেহ কেহ এই পৃথিবীস্থ লোকদিগের অনিষ্ট সাধনে ও প্রতি হিংসা লইতে ও চেষ্টা করে। কিন্তু সকলকেই নিজ নিজ দুষ্কার্য্যের জন্য ঘোরতর অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহাই প্রকৃত নরক। এস্থানে তাহাদের প্রকৃত চরিত্র সকলের নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। আত্মার উন্নতি ও বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এই স্তরেই থাকিতে হয়।

পক্ষান্তরে উন্নত ও জ্ঞান পিপাসু আত্মাগণ ক্রমোন্নতি ও অনন্ত জ্ঞান লাভের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত আছেন। অসংখ্য শিশুর আত্মা ও অনুন্নত আত্মাদিগকে শিক্ষাদান ও উন্নত করা, জ্ঞান পিপাসুদিগকে জ্ঞান দান করা সদাশয় আত্মাদিগের প্রধান কার্য্য। আর ইহাও জানা গিয়াছে যে যাঁহারা এই পৃথিবীতে চিকিৎসা, ধর্ম্ম, শিক্ষা, নৈতিক উন্নতি প্রভৃতি পরোপকার ব্রতে ও নানাবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন, পরলোকেও তাঁহারা তদনুরূপ কার্য্যে ও আপন আপন অবলম্বিত শাস্ত্রের উন্নতি কল্পে নিযুক্ত আছেন। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে নিযুক্ত আছেন। আমেরিকার সুবিখ্যাত কর্ম্মবীর চ্যানিং সাহেব বলিয়াছেন যে এই পৃথিবীর ন্যায় পরলোকও নানাবিধ মনীষী দিগের দ্বারা পূর্ণ। তাঁহারা যে কেবল নিজেরই উন্নতি সাধন করেন তাহা নহে। সর্ব্বোচ্চ মনিষিগণ অপেক্ষাকৃত,

অনুন্নত আত্মাদিগকে উন্নত করিতে সর্ব্বদা আনন্দলাভ করেন। তথায় যে শিক্ষা কার্য্য এই পৃথিবীতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা অনন্ত কালের জন্য চলিতে থাকে। পরলোকের সহিত এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য লোক ও সংস্পৃষ্ট। ইহার অধিবাসিগণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরের দূত স্বরূপ। তাহাদের নিজের অনন্ত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লোকের উন্নতি ও সংস্পৃষ্ট আছে।

পরলোকে স্ত্রীলোকদিগের কার্য্যের সীমা নাই। যে সকল অসংখ্য শিশু প্রতিদিন পরলোকে যাইতেছে তাহাদের লালন পালন ও পৃথিবীর সংস্রবে আনিয়া পিতা মাতার স্নেহ, পৃথিবীর জ্ঞান ও বহুদর্শিতা শিক্ষা প্রভৃতি অশেষবিধ কর্ত্তব্য সাধনই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য।

মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম যাজক রেভারেণ্ড মর্লি পুনসন সাহেবের মুক্তাত্মা বলিয়াছেন যে "পরলোকে পৃথিবীর শিক্ষক ও অধ্যাপক দিগের ন্যায় অনেক লোক আছেন, শিক্ষাদানই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। পৃথিবীর ন্যায় এখানেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রালয় আছে, তথায় আপন আপন রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে অনেক মুক্তাত্মা নিজ নিজ অবলম্বিত শাস্ত্রের আলোচনা ও পরীক্ষা করিতেছেন। মনুষ্য জাতির জ্ঞান বৃদ্ধি ও উপকার সাধনই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য *। মানব হিতৈষী জর্জ্জ মুলার পার্থিব জীবনে লক্ষ লক্ষ পিতৃ মাতৃহীন বালক বালিকাকে লালন পালন ও শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তিনি কখনও কাহারও নিকটে কিছু সাহায্য চান নাই। কিন্তু কেবল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই কার্য্যের জন্য ১৫ লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুক্তাত্মা বলেন যে পরলোকেও তিনি এই কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন। (†)

* John Lobb's Talks with the dead page 74.

(†) „ „ page 80.

সম্প্রতি ষ্টেড সাহেবের আত্মা বলিয়াছেন যে "আমি পার্থিব জীবনে যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম পরলোকেও সেই কার্য্যই করিতেছি। অন্যকে সাহায্য করাই এই লোকের প্রধান কার্য্য। পৃথিবীতে অনেকে নিঃসহায় ও পরিত্যক্ত অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করে। কিন্তু মৃত্যুর পর পরলোকে প্রবেশ করার সময়ে এমন লোক নাই যাহার অভ্যর্থনা বা সাহায্যের জন্য কোননা কোন আত্মা বা আত্মাগণ প্রস্তুত না থাকেন। আমি মৃতের পৃথিবীতে আগমন ও দর্শন দান সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতাম ও জানিতাম। আমি এখন ও এই বিষয় অন্যকে বুঝাইতে সক্ষম হইব। ইহা নিশ্চিত যে আত্মার পৃথিবীতে আগমনের আশ্চর্য্যজনক প্রমাণ শীঘ্রই লোকের নিকট প্রদর্শিত হইবে।"

প্রকৃত পক্ষে আত্মাগণের বিস্তারিত জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে আমরা অল্পই অবগত আছি। এই অজ্ঞাত লোকের অধিকাংশ বিষয়ই আমাদের মানব বুদ্ধির অতীত, কেবল মাত্র পার্থিব বিষয়ের সহিত ইহার যে যে বিষয়ের সাদৃশ্য আছে আমরা কেবল তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ডাক্তার ওয়ালেশের ভগ্নীর আত্মা সান ফ্রান্সিস্কো নগরে কোন আধ্যাত্মিক অধিবেশনে ডাক্তার ওয়ালেশকে লিখিয়াছিলেন যে "আমি ইচ্ছাকরি যে তোমার নিকট এই পরলোকের বিষয় বর্ণনা করি, কিন্তু ইহা সম্যকরূপে বর্ণনা করার উপযুক্ত শব্দ পৃথিবীর ভাষায় নাই। তুমি যখন পরলোকে আসিবে তখন সমস্ত বুঝিতে পারিবে।"

সার অলিভর লজ বলিয়াছেন যে আত্মাদিগের নিকট হইতে আমরা যাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিয়াছি তাহা এই যে মৃত্যুর পর আমাদিগের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব ধ্বংশ প্রাপ্ত না হইয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকে। আমাদিগের প্রকৃত সম্পত্তি যেমন, জ্ঞান, স্মৃতি, শিক্ষা, অভ্যাস, চরিত্র, স্নেহ, প্রীতি এবং কিয়ৎ পরিমাণে রুচি ও অনুরাগ

ালই হউক, মন্দই হউক আমাদিগের সঙ্গে থাকিয়া যায়। আর অসার পার্থিব সম্বল যেমন ভূমিসম্পত্তি, ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, শারীরিক বল, বিক্রম, রোগ, যন্ত্রণা, বিকলতা প্রভৃতি দেহের সঙ্গে চলিয়া যায়। মৃত্যুর পরেই আমাদিগের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে হঠাৎ প্রস্ফুটিত হয় না। ইহা স্বাভাবিক ও নহে। মানসিক শক্তি ও বুদ্ধি বৃত্তি গুলি ক্রমশঃ বিকশিত হয় এবং আমরা যদি ইহ জীবনে এই বিশ্বজগতের প্রতি পর্য্যবেক্ষণ শক্তি লাভ করিতে চেষ্টা ও যত্ন করি তাহা হইলে পরলোকে এই শক্তি বিস্তৃত ও দৃঢ়তর হইতে পারে। পক্ষান্তরে যাহারা শারীরিক বল বিক্রমে ও পার্থিব ঐশ্বর্য্য সম্পদের অধিকারী ছিলেন এবং যাহারা দৈবক্রমে সৌভাগ্য ক্রোড়ে জন্ম লাভ করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতেন ও পার্থিব সম্পদের উপরই নির্ভর ও বিশ্বাস করিতেন, তাহারা পরলোকে এই সকল হইতে বঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শোচনীয় অবস্থায় পতিত হন। *

ডাক্তার ওয়ালেশ বলিয়াছেন যে আত্মাদিগের নিকট হইতে আমরা এই শিক্ষা প্রাপ্ত হই যে প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক প্রকৃতি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ইহাই জগতের নিয়তি। ইহ জীবনের জ্ঞান, মানসিক উৎকর্ষ ও বহুদর্শিতা প্রভৃতি পারলৌকিক জীবনের ভিত্তি স্বরূপ এবং ইহ জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ও চিন্তা আমাদিগের ভবিষ্যৎ গঠন বিষয়ে সহায়তা করিতেছে। ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ ইহ জীবনের এই কার্য্য ও চিন্তার উপরই নির্ভর করিতেছে,

এস্থলে "লাইট" নামক অধ্যাত্ম পত্রে প্রকাশিত কয়েকটী আত্মার উত্তর হিন্দু স্পিরিচুয়েল ম্যাগাজিন হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

* The Survival of man.

কোন আত্মা বলিয়াছেন যে “আমি আমার বুদ্ধি ও শক্তি অন্যের সাহায্য করিতে বিশেষতঃ শিশুদিগকে উত্তমরূপ শিক্ষা দিতে প্রয়োগ করিতেছি।” কোন কৃষিব্যবসায়ী ভদ্রলোকের আত্মা বলিয়াছেন যে “আমি এক্ষণে কৃষি, অশ্ব, উদ্যান প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত আছি, একজন চিত্রকরের আত্মা বলিয়াছেন যে “আমি চিত্রকার্য্যে নিযুক্ত আছি।” কোন উদ্ভিদবিদের আত্মা বলিয়াছেন যে “আমি পুষ্প ও উদ্যান লইয়া আছি।” এতদ্রূপ কেহ গীতবাদ্য শিক্ষাদানে, কেহ শিশুদিগের লালন পালনে, কেহ ধর্ম্ম শিক্ষাদানে, কেহ অসংখ্য যুবকদিগকে জ্ঞান দানে ও নানাবিষয়ে সাহায্য দানে, অর্থাৎ যে যে কার্য্যের উপযুক্ত তাহাতে নিযুক্ত আছেন।